

বামনাবতার

(পৌরাণিক নাটক)

ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত ।

[মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত ।]

প্রথম অভিনয়-বঙ্গনী—

শনিবার, ৮ই পৌষ, মন ১৩৪০ সাল ।

ব্রাউন লাইব্রেরী

২৭/২ তারক চাটাজীর লেন কলিকাতা

শ্রীঅনিলকৃষ্ণ শীল এণ্ড ব্রাদার্স কর্তৃক

প্রকাশিত ।

[কৰ্মস্বত্বসংরক্ষিত]

কুশীলবগণ ।

পুরুষ

নারায়ণ, নাবদ, জ্ঞান, তর্ক, কর্ম, বিশ্বাস ।

উপেন্দ্র (বামন)	কণ্ডপপুত্র ।
শুক্ৰাচার্গ্য	দৈত্যগুরু ।
বলি	দৈত্য-সম্রাট ।
প্রহ্লাদ	বলির পিতামহ ।
অশ্বহাদ	প্রহ্লাদের জ্যেষ্ঠ ।
বিরোচন	বলিব পিতা ।
বাণ	বলির পুত্র ।
ময়	ঐ সেনাপতি ।
শ্বেতাজ শশ্মা	জনৈক ব্রাহ্মণ ।
লাল	ঐ পুত্র ।

দৈত্যগণ, ব্রাহ্মণগণ, ঋত্বিকগণ, দেবগণ, সৈন্যগণ ইত্যাদি ।

স্ত্রী

লক্ষ্মী, ভক্তি, পৃথিবী, মায়ী, মীমাংসা ।

বিন্ধ্যা	বলিব স্ত্রী ।
পুষ্প	ঐ কন্যা ।
অদিতি	দেবমাতা ।
কালিন্দী	শ্বেতাজের স্ত্রী ।

লক্ষ্মী-সঙ্গিনীগণ, পুষ্প-সঙ্গিনীগণ, দৈত্যরমণীগণ ইত্যাদি ।

সংগঠনকারীগণ ।

- প্রযোজক—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ ঘোষ বি, এস, সি ।
মঞ্চশিল্পী—শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বসু (পটলবাবু) ।
নৃত্যশিক্ষক—শ্রীযুক্ত সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় (কড়িবাবু) ।
হারমোনিয়মবাদক—শ্রীযুক্ত বিদ্যভূষণ পাল ।
বংশীবাদক—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ।
পিয়ানোবাদক—শ্রীযুক্ত কালীদাস ভট্টাচার্য্য ।
তবলাবাদক—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসাক ।
স্মারক—শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র ঘোষ ।

অভিনেতৃগণ

- অনুভূত—শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ।
প্রহ্লাদ—শ্রীযুক্ত কাগাক্ষ্যা চট্টোপাধ্যায় ।
বিরোচন—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার দাস (হাজুবাবু)
বলি—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।
বাণ—শ্রীযুক্ত উমাপদ বসু ।
সুক্রাচার্য্য—শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায় ।
নারায়ণ—শ্রীমতী বেদানাবালা ।
বিশ্বাস -- শ্রীমতী লাইট ।
তর্ক—শ্রীযুক্ত অমল্যধন মুখোপাধ্যায় ।
ময়—শ্রীযুক্ত হারাধন ধাড়া ।
শ্বেতাঙ্গ—শ্রীযুক্ত রণজীৎকুমার রায় ।
নাল—বালিকা লীলাবতী ।
বামন—বালিকা শেফালিকা ।
লক্ষ্মী—শ্রীমতী আঙ্গুরবালা ।
অদিতি—শ্রীমতী প্রকাশমণি ।
বিদ্যা---শ্রীমতী বেলারাগী ।
পুষ্প—শ্রীমতী লক্ষ্মী ।
মীমাংসা—শ্রীমতী কিরোজাবালা ।
ভক্তি—শ্রীমতী মুকুলজ্যোতিঃ ।
পৃথিবী—শ্রীমতী বিহাঙ্গতা ।
-

বামনাবতার

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

দৈত্য-রাজসভা ।

সিংহাসনের সম্মুখে বলি ; এক পার্শ্বে শুক্রাচার্য্য,

অন্য পার্শ্বে অমুহাদ, নিম্নে এক পার্শ্বে বাণ

ও ময় আদি দৈত্যগণ, অপর পার্শ্বে

শুক্রাচার্য্যের শিষ্য ও ব্রাহ্মণগণ ।

শুক্রাচার্য্য । বৎস বলি ! সমবেত প্রজার সন্মতিক্রমে জাতীয় কল্যাণে আমি দৈত্যবংশের গুরু, সার্থীষ তোমায় এই দৈত্য-সিংহাসনে অভিষিক্ত করি । [বলিকে সিংহাসনে বসাইলেন ।]

অমুহাদ । আমি দৈত্য-বৃদ্ধ, সম্মানে তোমার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিই । [বলির মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দিলেন ।] স্বীকার করি, আজ হ'তে তুমি সমস্ত দৈত্যজাতির প্রভু ।

[শুক্রাচার্য্য কমণ্ডলু-বারিতে অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন,

মাস্তুলিক বাণধ্বনি, শঙ্খ ও উলুধ্বনি চাইতেছিল ।]

দৈত্যগণ । জয়—দৈত্যেশ্বর বলির জয় ।

[অনুহাদ ও শুক্রাচার্য্য নিয়ে অবতরণ করিলেন ।]

অনুহাদ । রাজা ! প্রজাগণের আবেদন শোন ।

বলি । অন্তমতি করুন ।

অনুহাদ । রাজসকাশে তাদের বিনীত আবেদন—তারা জগতের পরমাণু হ'য়ে জীবনহাষন করতে চায় না ।

বলি । তাঁরা কি চান ?

অনুহাদ । তারা চায় পরিত হ'তে, জগত সৃষ্টির উপর মাথা উচু ক'রে দাড়াতে ।

বলি । তা হ'লে এখন আমার কর্তব্য ?

অনুহাদ । সেটাও আমি বলবো ? দৈতরক্তে তোনার উৎপত্তি নয় ? না বলি যদি, কর্তব্য জিজ্ঞাসা করতে হয়, দেখ—আমার জ্যেষ্ঠ-তাত হিরণ্যাক্ষ, মায়াবী বরাহ-রণে লাজিত—পতিত—পারদ-পাংগুদৃষ্টিতে তোমার মুখপানে চেয়ে, সেই বীরশয্যাশায়ীকে জিজ্ঞাসা কর ।

দৈত্যগণ । প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা !

বলি । [চিন্তিত হইলেন ।]

অনুহাদ । এদিকে আবার দেখ, আমার পিতা বীরেন্দ্রকেশরী হিরণ্য কশিপু, যার বাহুবলে ত্রিদিব টলেছে, —গ্রহ-উপগ্রহ সভয়ে চলেছে, সেই দৈত্যকুলগৌরব আজ নরসিংহের কোলে । পিশাচ তীক্ষ্ণদন্তে তাঁর হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ করছে—নাড়ীগুলো নিয়ে আহ্লাদে মালা পরছে, আর কুচক্রী দেবোধমরা অন্তরীক্ষ হ'তে তাই দেখছে—হাসছে—করতালি দিচ্ছে । দেখতে পাচ্ছ বলি, আমার পিতার নৈরাশ্যব্যঞ্জক শুষ্ক চাহনি ? অনুভব হ'চ্ছে তোমার ? কর্তব্য জিজ্ঞাসা কর ঐ অন্তমিত গৌরব-রবিকে—কর্তব্য জিজ্ঞাসা কর তোমার বিবেককে ।

দৈত্যগণ । রণ—রণ—রণ !

শুক্লাচার্য্য । কি চিন্তা ক'ছো বলি ! য'ক ঘোষণা কর—স্বর্গের অধিকার নাও—সৃষ্টির সর্বোচ্চ স্তরে ওঠো । নির্ভয় ! এই ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ রুদ্রমূর্তিতে তোমায় আপ্রলয় রক্ষা করবে ।

বলি । রক্ষার জন্ত আপনার দীক্ষিত শিষ্য চিন্তিত নয় শুরু । পতনকে পশ্চাতে নিয়ে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হ'তে বলি চির-অভ্যন্ত । সেজন্ত ভাবি নাই, ভাব'ছি—কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম ! সিংহ-সনটা যে কেবল মড়ার মাথা দিয়ে তৈরী !

অনুহাদ । তা বুঝি আজ বুঝলে ? আগে কি ফেনেছিলে, সিংহ-সনটা কতকগুলো ফুলের তোড়া দিয়ে তৈরী ? রাজ্যশাসন জিনিষটা চাঁদের কিরণ, বসন্তের বাতাস, পাখীর গান' এই রকম একটা কিছু ? এমন একটা দৈত্যজাতির শীর্ষস্থানে বসে ছেলেখেলা ? তা যদি ভেবে থাক, তবে নামো ; অত কোমল অগ্নি তাপ সহ্য করতে পারবে না । ওখানে অবিশ্রান্ত চিতার অঙ্গার ছড়ান রয়েছে, সহস্র অঙ্গুর এক-যোগে নিশ্বাস ছাড়ে ! নামো—নামো বলি ! আমি ভুল করেছি ; ওখানে বাস করা তোমার কৰ্ম নয় ।

বলি । [লজ্জা, ঘৃণা, ক্রোধে রক্তাভ হইয়া ইতস্ততঃ করিতেছিলেন ।]

বাণ । পিতা !

বলি । চুপ্ ! এর পরিণাম জানিস্ বান ?

অনুহাদ । নির্ঝাণ ।

বলি । নির্ঝাণ ?

অনুহাদ । হাঁ নির্ঝাণ ; শুধু তোমার নয়, জগতের প্রত্যেকেরই এই পরিণাম । জ'লে দেখ, বুঝতে পারবে নির্ঝাণের বিচিত্রতা ।

বলি । তা হ'লে চল দৈত্যগণ স্বর্গ-আক্রমণে—সৃষ্টিপ্রাবী ভীষণ বন্যায় ।

দৈত্যগণ । জয়—দৈত্যেশ্বর বলির জয় ! [প্রস্থানোত্তত]

প্রহ্লাদের প্রবেশ

প্রহ্লাদ । দাঁড়াও ; সম্রাট সকাশে আমার এক আবেদন—

বলি । আজ্ঞা করুন ।

প্রহ্লাদ । এমন একটা সৃষ্টিসংহারী সমর-আহ্বানে দৈত্যপুত্রীর
আদাল বৃদ্ধ সমগ্র প্রজা আমন্ত্রিত হ'লো, আমি সংবাদ পাই না কেন
সম্রাট ? আমি কি দৈত্যনাথের প্রজার তালিকার নাহিরে ?

বলি । [অন্তহাদের প্রতি ।] পিতামহ !—

অন্তহাদ । হাঁ, সংবাদ দেওয়া হয় নাই ; বুঝেছিলাম, তাতে দৈত্য-
নাথের বিশেষ কোন লাভ নাই ।

প্রহ্লাদ । কেন দাদা । আমি কি অস্ত্র ধরতে অক্ষম ? যদিও
যুদ্ধ হয়েছি, তবু তো তোমারই কনিষ্ঠ !

অন্তহাদ । সে জন্তু নয় ভাই ! বলা হয় নাই - এ সংঘর্ষে তুমি
আপনাকে স্থির রাখতে পারবে না ব'লে ।

প্রহ্লাদ । আপনাকে স্থির রাখতে পারবো না ? বল কি দাদা !
এত অস্থিরপ্রকৃতি প্রহ্লাদ ? স্বর্গের নামে শির নত করে ব'লে তার
আত্মমর্যাদা নাই ? এত কাপুরুষ তোমার ভাই—দেবতার অর্চনা করে
ব'লে জাতীয় গৌরব জানে না ?

অন্তহাদ । কি বন্ছো তুমি প্রহ্লাদ ? আমি তো তোমার ভাবা
বুঝে উঠতে পারছি না' তুমি যুদ্ধ করবে ?

প্রহ্লাদ । তা না হ'লে বিনা আহ্বানে আপনা হ'তে ছুটে
আসবো কেন দাদা ? আমি যুদ্ধ করবো ঠিক দুর্দ্ধর্ষ দৈত্যজাতির মত,
আমার যা কিছু আছে সব দিয়ে—প্রহ্লাদের প্রহ্লাদত্ব বিসর্জন ক'রে ।

অনুহাদ । তোমার নাবায়েণের বিপক্ষে ?

প্রহ্লাদ । আমার নারায়ণের বিপক্ষে, আমাব ইহকাল-পরকাল জন্ম
গ্যাপী লক্ষ্যের বিপক্ষে ।

অনুহাদ । [সবিম্বয়ে ! আশ্চর্যা !

প্রহ্লাদ । আশ্চর্য্যের কিছু নাই দাদা । যতদিন পেরেছিলাম,
তোমাদের এ পথ হ'তে ফেরাবার চেষ্টা করেছিলাম ; যখন একাক্ষই
পারলাম না, তখন আর উপায় কি ? ধর্ম নিয়ে যত স্বন্দই করি না,
কশ্মের সময় আমি তোমাদের ; সম্পদকালে যত শক্রই হই না, বিপদের
সময় আমি তোমাদের ; মহশ্ব মক্তি এসে আমার হাত ধ'বে টানুক,
তোমরা বন্ধনে—আমি তোমাদের । জগতেব কোনো প্রীতিকর বস্তু
আমি একা ভোগ করতে চাই না, ভোগ করতে চাই সমস্ত দৈতা-
জাতির সহিত ; তা যখন পারলাম না, তখন তোমাদেরও যে দশা,
আমারও তাই ।

অনুহাদ । বুকে আয় ভাই—বুকে আয় ! ধাত গ্রীষ্ম মিলে মধুব
বসন্তের উদয় হোক ; অনেক দিন পরে আমি আবার ভাইয়ের দানা
হহ । [আলিঙ্গন করিলেন ।]

বালি । তা হ'লে গ্রহণ করুন পিতামহ ! এই রাজদত্ত অস্ত্রের
সহিত এই দুর্গার দেব-সংগ্রামে, সেনাপতি-পদ । [অস্ত্র প্রদান ।]

প্রহ্লাদ । রাজদত্ত এ অস্ত্রপরিচালনে হৃদয়ের সমস্ত রক্তবিন্দু আমার
যুষ্টিমধ্যে আশ্রক ; ঐহিক পারত্রিক আমার সর্বস্ব দিয়ে এ পদেব
মর্যাদা রক্ষিত হোক ।

দৈতাগণ । জয়—দৈতোর্ধ্বর বলির জয় !

[নিষ্কাশ ।]

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

প্রাস্তর ।

বিরোচন ।

বিরোচন । বাক্—ফাঁকায এসে পড়েছি বাবা ! আর কারও ধবধরিতে নাই ; এইবার একটা হাঁফ ছেড়ে নিই । ওঃ—গিয়েছিলুম আর কি ! রাজাশাসন কি পাজী কারবার বাবা । আজ হাতী কেনো, কাল ঘোড়া বেচ, একে অন্ন দাও, ওর শির নাও, এই সতের প্যাচে আমার দম বন্ধ হবার যোগাড় ! যাই হোক, দেখতে হ'লে জেঠা-মশায়টী আমার পক্ষে লোক নেহাৎ মন্দ নন্ । সিংহাসনটা হাত হ'তে খসিয়ে নিলেন, নিঃশ্বাসটা সরল ক'রে দিলেন ; তবে আবার ছেলেটার মাথা খেলেন । তার আর কি হ'চ্ছে ! বাক্ শত্রু পরে পরে, নিজে বাঁচলে বাপের নাম ।

তর্কের আবির্ভাব ।

তর্ক । কিন্তু—কিন্তু বাপ, এতেই বা তোমার বাঁচাওটা কিসে ।

মীমাংসার আবির্ভাব ।

মীমাংসা । একদম জাযগা পাল্টে ফেলেছে - জল হাওয়া বদলে ফেলেছে, আবার মরণটাই বা কিসে ?

বিরোচন । কে বাবা তোমরা রঙ্গিন চেহারা ? কোথা হ'তে ছটকে এসে আমাকেও রঙ্গিন ক'রে তোলবার যোগাড় করছো ?

তর্ক । তুমি আমার চিন্তে পায়লে না হে ? আমি কিন্তু—

বিরোচন । কিহু ? তুমি কিহু ? মাপ কর বাবা কিহু মশায় !
ঝকুমারি করেছি তোমায় না চিন্তে পেরে । তারপর তুমি কে মা
রক্ষেকালী ?

মীমাংসা । আমাকেও ঐ একটা আন্দাজ ক'রে নাও না ! ও যখন
কিহু, আমি তখন সূতবাং -

বিরোচন । [বাধা দিয়া] থাক—ঐ পর্য্যন্তই ; আর বলতে হবে
না—ঐখানেই চূড়ান্ত মিল হ'য়ে গেছে । ও যখন কিহু, তুমি তখন
সূতরাং ।

মীমাংসা । তা—নেহাং মন্দ ধর নি ।

বিরোচন । ধরবো বই কি ! তবে কি বলছিলে কিহু মশায় ?

তর্ক । বলছিলুম কি—অমন জমাটি রাজস্বটা এক কথায় ছেড়ে
দিয়ে একেবারে এমন বেজায় ফাঁকায় দাঁড়ালে তেমন কি স্বার্থে ?

বিরোচন । [স্বগত] লোকটা তো ধরেছে নিতান্ত মন্দ নয় !
দাঁড়ালুম তেমন কি স্বার্থে ? তাই তো, কি বলি ? এঃ—সব ঘুলিয়ে
দিলে !

মীমাংসা । আরে, অত ভাবছো কি ? বল না—এতে স্বার্থ ব'লে
কিছু নাই । শেষ জীবনে স্বার্থশূন্য হ'য়ে ছেলের হাতে সর্কস্ব দিয়ে
সংসারের সবাই এই রকম ফাঁকায় এসে দাঁড়ায়, তাই এসে দাঁড়ালুম ।

বিরোচন । বাস্—এই তো মিটে গেল ! সবাই এই রকম দাঁড়ায়,
আমিও দাঁড়িয়েছি । এ আর কোন্ লোকটা না জানে বাবা ?

তর্ক । কিহু লোকের সঙ্গে যে তোমার তুলনা হয় না বাবা !
লোকে স্বেচ্ছায় ঐশ্বর্য্য ছেড়ে বাণপ্রস্থে যায়, আর তোমায় নিতান্ত
অকর্ম্মণ্য ভেবে সিংহাসন হ'তে নামিয়ে সেইখানে বলিকে বসিয়েছে ;
তুমি তো গতিকে ফাঁকায় দাঁড়িয়েছ—কেমন কি না ?

বিরোচন। না, এ কথা একশোবার ; তা নামিয়ে দেওয়া বই কি ! বলির যে অভিযেক হ'লো, রাজ্যময় রাষ্ট্র—আমি জান্‌লুম না কেন ? ঠিক ! আমি তো ইচ্ছে ক'বে ফাঁকে আসি নাই, ক'জন জুটে আমায় ফাঁকায় ফেলেছে ।

মীমাংসা। তাই বা মন্দ কি করেছে ? রোগীতে ওষুধ না খেলে কেউ যদি জোর ক'রে দাঁত চেপে খাওয়ায়, তাতে কি তার অনিষ্ট করা হয় ?

বিরোচন। ঠিক বলেছ মা স্মৃতবাং ! এব উপর আর কথা নাই । আপন ইচ্ছাতেই হোক—চাই জোর ক'রেই হোক, ওষুধ পেটে গেলেই মঙ্গল। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! ঠিক—ঠিক ! কি হে, নয় কি ?

তর্ক। তা বটে ! তবে এক রোগের যদি আর এক ওষুধ পড়ে, তাতে মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলের ভয়টাই বেশী নয় কি ?

বিরোচন। পার—পার, এ একটা কথা বলতে পার। ঠিক রোগের মত ওষুধ পড়া চাই। তা চাই বই কি ! এঃ—আবার ফেরে ফেললে দেখছি ।

মীমাংসা। এতে আর ফের কোন্‌খানটায় বাছা ? এর তো সোজা উত্তর প'ড়ে রয়েছে ।

বিরোচন। এঁ্যা— রয়েছে না কি ? বল তো মা স্মৃতবাং, সে উত্তরটা !

মীমাংসা। এর উত্তর হ'চ্ছে এই—সংসার-রোগে রোগীর এক ফাঁকায় দাঁড়ানই ওষুধ,—এছাড়া অল্প ওষুধ আজও আবিষ্কার হয়নি ।

বিরোচন। এই তো মিটে গেল ! রাগও যেমন উৎকট, ওষুধও তেমনি তীব্র। হযেছে—হযেছে কিন্তু মশায় ! এইবার কিন্তু তুমি এক বাঁশ জলে পড়ে গেছ বাবা !

তর্ক। আমি যেখানেই পড়ি, উদ্ধার আছে ; তুমি যে—

বিরোচন । আর কথা ক'যো না কিহ্ন মশায় ! মিটে গেল যখন, তখন আর কেন ? তুমি একটা ক'রে চুলকানি হুল্ছো, আর মা স্ততরাং সেই নিয়ে টেপাটেপি কর্ছে ; আগাকে মাঝখানে ফেলে যেন একটা বিশ্রী রকম নাস্তানাবুদ আরম্ভ হ'য়ে গেছে ।

তর্ক । বেগো না বাবা ! যা বলি, শোন ।

মৌমাংসা । আবার শুনবে কি ? শোন্বার আছে কি ?

বিরোচন । না—এদের মতলব ভাল নয়, কথার জের মাম্মতে চায় না—কেউ পরাজয় মানে না ; এরা হু'জনে জুটে আমায় ঠিক পুতুল-নাচের মত নাচাচ্ছে, আমার যেন নিজস্ব কোন সত্তাই নাই !

তর্ক । থাক্—রাগ কর্ছো যখন, তখন আর ও কথায় কাজ নাই । কিন্তু এ দিকে দেখ্ছো বিরোচন, একজন কৃতি যোদ্ধা তুমি, অথচ তোমায় বাদ দিয়ে তোমার সমস্ত, দৈত্যজাতির ছেলে বুড়ো আদি ক'রে দেবতাদের সঙ্গে লড়াই দিতে চলেছে ?

বিরোচন । তাই তো—তাই তো কিহ্ন মশায় ! আমাদের সমস্ত দৈত্যজাতি—

মৌমাংসা । এঃ—তোমার মতিচ্ছন্ন ধবেছে বটে ! লড়াইয়ের নাম শুনে ফুলে উঠ্ছো—কোমর বাধ্ছো ! তোমার দৈত্যজাতি লড়াইয়ে চলেছে, তাতে তোমার কি ? বিরোচন ! সাবধান ! যখন সবেছ, তখন ও জাতির গণ্ডী হ'তেও সরে দাঁড়াও—সকল জাতির অতীত হও ; দেখ্বে—জাতি বলে কিছু নেই, জাতি বলে কোন কিছু ঈশ্বরের সৃষ্ট নয় ।

বিরোচন । ঠিক ! না—আমি জাতি চাই না । জাতীয় কর্ম আমার ধর্ম নয়, জাতীয় উদ্দেশ্য আমার লক্ষ্য নয় । জাতি কি আমার জীবন-সমুদ্রের পরপারে গিয়ে আমার জন্ত এই রকম অস্ত্র ধরতে পার্বে ? তবে কিসের জাতি ?

বামনাবতার

[প্রথম অঙ্ক ।

তর্ক । আচ্ছা—যাক সে কথা । কিন্তু—কিন্তু বিরোচন ! এ তো শুধু জাতি নয়, তোমার প্রিয়জন—সর্বস্ব ! বুঝতে পারছো বোধ হয়, এ ঘোর যুদ্ধে তোমার পিতা, পুত্র, পোলের সমর-নিয়োগ—তোমার পোলের সম্মুখে কি সর্বনাশ ! তাকে জয়ন্তের সঙ্গে লড়াই দিতে হবে নিশ্চয় !

বিরোচন । আমার পোল বাণ ? হায-হায-হায ! বাছা কি আর ফিরবে ?

মৌমাংসা । কে পোল ? কার পোল ? কে ফিরবে না ফিরবে, তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার ? তুমি নিজে ফেরো, দেখবে—সংসারের কারও ফেরা-ঘোরাব জন্ম কিছু যায় আসে না ।

বিরোচন । সে কথা স্বীকার করতে হবে বৈ কি ! দেখতে তো পাচ্ছি, মাত্র ছ'দিন লোক লোকের জন্ম কাঁদে ; তারপর যা কে তাই ! আবার হাসে, আবার খেলে, আবার একটা নতুন কিছু নিয়ে আপনাকে মজিয়ে তোলে । - এই তো সংসার - এই তো তার সম্বন্ধ !

তর্ক । তোমার সম্বন্ধ-জ্ঞান তো খুব টন্টনে দেখছি । যাক ! আবার এদিকে দেখ বিরোচন ! তা হ'লেই তোমার পুত্র বলি—সে পড়লো ইন্দ্রের ভাগে ।

বিরোচন । ইন্দ্রের ভাগে ? তার হাতে বজ্র আছে যে !

মৌমাংসা । সাবধান ! সে বজ্র তার মাথায় না প'ড়ে তোমার মাথাতেই যেন আগে পড়ে না !

তর্ক । আরও ভেবে দেখ বিরোচন, কি ভয়ানক ! তোমার পিতা—বৃদ্ধ পিতা প্রহ্লাদ, তার বৃদ্ধ হবে কালের সঙ্গে—সাক্ষাৎ মৃত্যুর সঙ্গে ।

বিরোচন । পিতা ! পিতা !

মৌমাংসা । সাবধান বিরোচন !

বিরোচন । আর সাবধান ! এবার আমার যথার্থই কান্না এসেছে ।
পুত্র, পৌত্র মন হাতে মুছে দিয়েছিলুম, কিন্তু এ আমার পিতা—যা
হাতে আমি বিরোচন । না—না, সারগর্ভ হ'লেও এবার আর তোমার
কথা টিক্‌লো না—ভেসে গেল,—আমিও ভাসলুম ।

গীত ।

মীমাংসা ।—ভেসো না কুল পাবে না, এ যে অকুল সমুদ্র ।

তর্ক ।— না হয় তবে দেখ্বে ডুবে পাতালখানাট কত দূর ॥

মীমাংসা ।—পাতাল দেখে লাভ কি, সে তো অন্ধকার আর সাপের বাসা,

তর্ক ।— সাপের মাথায় মাণিক থাকে, আঁধার হ'তেই আলোর আসা।

মীমাংসা ।—সোজা পথ সামনে পড়ে, ঘুরবে কেন এমন ঘুর ?

তর্ক ।— আমি তর্ক, এম্‌নি ক'রে ঘোরাই।

মীমাংসা ।—মীমাংসা আমি, এম্‌নি ক'রেই ফেরাই।

উভয়ে ।— ঘোরা ফেরার বড়াই তোমায় আমি এ বার করবো চুর ॥

[উভয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব ।

বিরোচন । এরা তর্ক মীমাংসা ; আমার হাত ছ'গানা ধরে ছ'জনে
ছ'দিকে টানাটানি করছে—কেউ পরাজয় মানতে চায় না । তাই তে,
কি করি ? [চিন্তা] তা হোক ! তবু আমি যুদ্ধ করবো ; আমার
পিতা—আমার ইহকাল-পরকাল ! আমি যুদ্ধ করবো । [প্রস্থানোচ্চোগ]

বিশ্বাসের আবির্ভাব ।

বিশ্বাস । বিরোচন ।

বিরোচন । কি ললিত মধুর স্নেহ সন্মোহন ! কি উদাস ঢল-
ঢল শান্ত মূর্ত্তি !

বিশ্বাস । কি দেখ্‌ছো ভাই ?

বিরোচন । এক আনন্দময় নূতন স্বৰ্গ ; দেখ্ছি ভাই, দিব্যজ্যোতিঃ-
বিভাসিত শাস্তিময় তোমার রূপ ।

বিশ্বাস । রূপ দেখ্ছো ? দেখ ভাই, দেখ ; সহস্র চক্ষু উন্মীলিত
ক'রে একদৃষ্টে আমার রূপ দেখ । এত রূপ চক্ষে নাই, এত রূপ সৃষ্টি-
তন্ত্রে নাই, এত রূপ বোধ হয় সৃষ্টিকর্তৃতেও নাই ! তাই এই রূপের
বোঝা নিয়ে কেঁদে মরি, দর্শক পাই না,—আপনাকেই দেখাই ; আদর
নাই, অন্তরে থাকি ।

বিরোচন । বল কি ? এমন নিরাময় নিষ্কলঙ্ক উজ্জ্বল রূপের আদর
নাই ? জগতের কি হৃদয় নাই ?

বিশ্বাস । না ভাই ! জগতের দ্বারে দ্বারে ফিরেছি, প্রত্যেককে
প্রাণে প্রাণে রূপ দেখিয়েছি, জাগতিক শোভার সঙ্গে আমার পার্থক্য
যুক্তির দ্বারায় বুঝিয়েছি, তবু স্থান হ'লো না ভাই ! তবু কেউ
ডাকলে না, অনাদরে একটা কটাক্ষ পর্য্যন্ত কেউ করলে না ! তোমার
কাছে এসেছি ভাই ! কিছুই চাই না, একটু ভালবাস—একটু স্থান
দাও ।

বিরোচন । তুমি কে ? তোমার নাম কি ভাই ?

বিশ্বাস ! আমি বিশ্বাস । জগৎ আমায় দুর্লভ বলে, কিন্তু আমি
জানি, জগতে সুলভ কেউ যদি থাকে তো সে আমি ।

বিরোচন । বলুক ; জগৎ যা বলে বলুক, আমি জগৎছাড়া । এস
—এস ভাই ! এস জগতের দুর্লভ বস্তু ! ঐরূপ সুলভ হ'য়ে ধীরে ধীরে
আমার হাতখানি ধর ।

বিশ্বাস । বন্ধু ! [বিরোচনের হাত ধরিয়া] কোথায় যাচ্ছিলে ভাই ?

বিরোচন । কোথায় যাচ্ছিলাম ? তাই তো ! কোথায় যাচ্ছিলাম,
মনে আস্ছে না যে ভাই !

বিশ্বাস । যুদ্ধে যাচ্ছিলে, না ?

বিরোচন । ও,— হাঁ ! তবে সে আমি যাই নাই তাই ! কে যেন আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল ।

বিশ্বাস । টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তোমার পিতৃভক্তি, তোমার পুত্রস্নেহ, তোমার পৌত্রের মায়া— এই তো ?

বিরোচন । তা মিথ্যা নয় ।

বিশ্বাস । তারা তোমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আর তুমি তাদের টানতে পারছো না ? এই শক্তি নিয়ে যুদ্ধে নামছো বিরোচন ?

বিরোচন । এ আবার তুমি কি বলছো ?

বিশ্বাস । যুদ্ধের কথাই বলছি ; আসল যুদ্ধের কথা— অস্ত্রযুদ্ধের কথা— এ বহিষ্কৃতের কথা নয় ।

বিরোচন । অস্ত্রযুদ্ধ ?

বিশ্বাস । অস্ত্রযুদ্ধ ; তোমার সঙ্গে তোমারই যুদ্ধ ।

বিরোচন । আমার সঙ্গে আমার যুদ্ধ ?

বিশ্বাস । হাঁ বিরোচন ! তোমার ভিতর আর একটা তুমি লুকিয়ে রয়েছে, টের পাচ্ছ না ?

বিরোচন । এঁ্যা ! বল কি ?

বিশ্বাস । সে কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎস্য ছ'জন সৈন্যধাক্ক নিয়ে প্রবলবিক্রমে তোমায় আক্রমণ করেছে, দেখতে পাচ্ছ ?

বিরোচন । ও—

বিশ্বাস । তুমি হঠাৎ বুঝতে পারছো ?

বিরোচন । হঠাৎ— হঠাৎ ? তাই তো বটে ! তা হ'লে কি করি ?

বিশ্বাস । যুদ্ধের জগৎ পাগল হয়েছিলে, যুদ্ধ কর । নিজের ভিতর এমন ছুরু-ছুরু যুদ্ধের দামামা বাজছে, শত্রুর খড়্গা মাথায় ঝুলছে,

আর তুমি চলেছ কোথায় ভাই? কে বললে ওখানে তোমার পিতা পুত্র পৌত্র বিপন্ন? সে সব মিথ্যা; তোমার প্রকৃত পিতা পুত্র পৌত্র বিপন্ন এইখানেই।

বিরোচন। এখানে আমার পিতা, পুত্র, পৌত্র?

বিশ্বাস। দেখ বিরোচন! তোমার বৈরাগ্য-পৌত্র ভ্রম-জয়ন্তের সম্মুখে, সে বাণে বাণে তাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে। দেখ ভাই! তোমার বিবেক-পুত্র মোহ-শচীশ্বরের করতলে, সে বজ্রাঘাতে বুঝি তাকে ছাই ক'রে দেয়। আরও দেখ বন্ধু! সবার শেষে সর্ব উচ্ছে তোমার জ্ঞানরূপ বৃদ্ধ পিতা কামরূপী মহাকালের মূখ-গহ্বরে। বিরোচন! যদি যোদ্ধা হও, অগ্রসর হও—যুদ্ধ কর—রিপু সংহার কর।

বিরোচন। কি ক'রে করবো? এ যে অদৃষ্টপূর্ব রণস্থল, এ যে অভিনব যুদ্ধ, এ যে অমর হ'তেও অমর শত্রু ভয় হ'চ্ছে ভাই! এ যুদ্ধবিত্তা তো আমার শেখা নাই; আমি কি অস্ত্র ব্যবহার করবো?

বিশ্বাস। এ যুদ্ধের অস্ত্র সাধনা—বিচার—সংযম।

বিরোচন। ও-হো-হো! আমার চৈতন্য হয়েছে, আমি ভ্রমে আচ্ছন্ন ছিলাম। মোহ আমার আকর্ষণ গ্রাস করেছিল, কাম আমার সকল শক্তি লুপ্ত ক'রে রেখেছিল। চোখ ফুটেছে—অস্ত্র পেয়েছি, আমি যুদ্ধ করবো!

বিশ্বাস। ষাও ভাই! স্বার্থময় বহিষ্কৃত হ'তে শাস্তিময় এই অস্ত্র-যুদ্ধে। জয়ী সে নয়, যে রক্তশ্রোত প্রবাহিত ক'রে অবহেলে বিশ্বজয় করতে পারে; জয়ী বলি তাকে, যে প্রেমশ্রোত প্রবাহিত ক'রে শুদ্ধ আত্মজয় করতে পারে।

বিরোচন। এস সংযম, এস বিচার, এস সাধনা; আমি যুদ্ধ করবো—শত্রুসংহার করবো—জয়ী হবো।

[দূর চইতে কৰ্ম্মের গান ভাসিয়া আসিল ।]

কৰ্ম্ম—

ঐ বাজে, ঐ বাজে, ঐ বাজে,—বাজে রণভেরী ।
সাজ সাজ বীব, তোলা রে কৃপাণ,
অরাতিনিকরে আছে ঘেরি ॥

বিরোচন । কি ? কি ও গুরু ?
বিশ্বাস । ঐ দেখ বিরোচন, কৰ্ম্ম তোমার হাত ধ'রে নিতে এসেছে,
অন্তর্দ্বারের অপূৰ্ণ বিষণ রেজে উঠেছে,—শুন্তে পাচ্ছ ?

গীতকণ্ঠে কৰ্ম্মের প্রবেশ ।

কৰ্ম্ম—

গীত

ঐ বাজে, ঐ বাজে, ঐ বাজে,—বাজে, রণভেরী ।
সাজ সাজ বীর, তোলা রে কৃপাণ,
অরাতিনিকরে আছে ঘেরি ।

বিশ্বাস—

এ যে অভিনব রণস্থল,
মায়ায় সেনায় রচিত ব্যূহ, দেখাও শিক্ষা-কৌশল
সচেতন কর কুণ্ডলিনীরে,
ভিতরে কৰ্ম্ম কি দেখ বাহিরে,
ষড়দল ভেদি ওষ্ঠ সহস্রারে, সাজ সকল সময়েরি ॥

[গীতান্তে কৰ্ম্ম ও বিশ্বাস বিরোচনের হাত ধরিয়া লইয়া গেল ।

তৃতীয় দৃশ্য

বৈকুণ্ঠ ।

সিংহাসনে লক্ষ্মী, উভয় পার্শ্বে সঙ্গিনীগণ ।

সঙ্গিনীগণ ।—

গীত :

সাজাবো তোমারে ইন্দ্রিরে, মনোমন্দিরে অতি ধীরে ।
কত সন্ধ্যানে কত রত্ন পেয়েছি, দেখাবো হৃদয় চিরে ।
আজি ত্রীতির পুষ্প গাঁথিয়া দিব গো তোমার ভূজগ-অলকে
আজি স্মৃতির সিন্দুর রেখাটা টানিব নিটোল ললাট-ফলকে,
শ্বেহ-কঙ্কল দিব চক্ষে, শ্রদ্ধা-স্মরণি বক্ষে,
চরণে তোমার আঁকিব পদ্য গলিত অশ্রুনায়ে ॥

[নেপথ্যে দৈত্যগণ “জয়—দৈত্যেশ্বর বলির জয়” বলিয়া হুঙ্কার
করিতেছিল ; লক্ষ্মী ও সঙ্গিনীগণ চমকিয়া উঠিলেন ।]

লক্ষ্মী । একি ! কোথা হ’তে আসে এই স্বর ?
বুঝি দৈত্য-রণে পরাজিত দেবগণ !
জয়োল্লাসে মত্ত যত দানবমণ্ডলী
ত্রিদেবের লভি অধিকার
পুরাইছে দিগ্বাণল ঘোর উচ্চনাদে ।

[নেপথ্যে দৈত্যগণ পুনঃ জয়ধ্বনি করিল ।]

লক্ষ্মী । একি ! এত কাছে ?
ত্রিদেবের লভি অধিকার,
উন্নতের প্রায় আসিছে কি
দানব হেথায়—এই বৈকুণ্ঠ-আলয় ?

বলির প্রবেশ ।

বলি । পেয়েছি—পেয়েছি ! জগদ্বাহিতা লক্ষ্মী,
আজি পেয়েছি তোমারে আমি ।
এস—নেমে এস, এস মোর সাথে ;
এস—এস !

লক্ষ্মী । [সিংহাসন হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া] আমার
কোথায় যেতে হবে বলি ?

বলি । কারাগারে ।

লক্ষ্মী । কারাগারে ! কেন, আমি কি তোমার বন্দিনী ?

বলি । এমন একটা অদ্ভুত সংগ্রাম জয় করলাম তার বিজয়-চিহ্ন
চাই না ?

লক্ষ্মী । বিজয়-চিহ্ন ? তা তোমার বিরোধী দেবতাদের ছেড়ে, আমি
কিছুতে নাই—আমার উপর এ আক্রোশ কেন ?

বলি । তুমি কিছুতে নাই, বল কি ? আমি তো দেখছি, তুমিই সর্বত্র ।
দেবতার কে ? স্বর্গ কাকে নিয়ে ? তোমার জন্ম আজ সমস্ত দৈত্যজাতি
পিপাসায় অধীর হ'য়ে বুক চিরে নিজের নিজের রক্ত পান করছে । একটা
মর্মান্বিত সাধনা অগ্নিদাহের মত ক্লিপ্ত হ'য়ে তোমার অন্তায় পক্ষপাতিত্বের
পৈশাচিক প্রতিশোধ নিতে বসেছে । তোমার ঐ স্বতঃচঞ্চল হৃদয়ের
সবটা অধিকার ক'রে বলি সর্ব কামনার পরিসমাপ্তি করতে চলেছে ।

লক্ষ্মী । না বলি ! ভুল করেছ । বাসনার পরিসমাপ্তি ঐশ্বর্যের
ভোগে নয়, ত্যাগে । যদি বাসনার পরিসমাপ্তি করতে চাও, এ পথে
এসো না—আমায় নিয়ে ভেসো না—আসক্তিকে আদর দিয়ে মাথাব
তুলো না ; লাভ হবে না—বা আছে, তাও হারাবে ।

বলি। কোনো ক্ষতি নাই ; তাই বলির অভিপ্রেত। চল !

লক্ষ্মী। তবে চল, আমি ব'লে রাখলাম। [গমনোচ্ছোগ]

সহসা নারায়ণের আবির্ভাব।

নারায়ণ। দাঁড়াও বলি !

বলি। [স্বগত] বাঃ-বাঃ বাঃ ! এই বুদ্ধি সৰ্বনাশের সূচনা !

লক্ষ্মী। প্রাণেশ !

নারায়ণ। আমি এসেছি লক্ষ্মী ! বলির সাধ্য কি যে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে তোমায় স্বর্গ হ'তে নিয়ে যায়।

বলি। ভুল—ভুল—ভুল নারায়ণ ! বলিকে এখনও চেননি—প্রহ্লাদেদের পৌত্রের সম্যক পরিচয় এখনও তুমি পাও নি।

নারায়ণ। শোন বলি, কি তোমার উদ্দেশ্য ? তুমি স্বর্গ হ'তে লক্ষ্মীকে নিয়ে যেতে চাইছো কেন ?

বলি। এ প্রশ্নের উত্তরে তুমি কি করবে ?

নারায়ণ। উত্তর সং হ'লে নির্ঝিবাৎসে পরিত্যাগ করবো, নতুবা তোমায় একবার বিশেষরূপে চেনা দেবো।

বলি। আমি চিন্তেই চাই। এর উত্তর এই—স্বর্গ এখন আমার অধিকৃত ; এর লুপ্তিত রত্ন আমি যেথা ইচ্ছা নিয়ে যাবো—যা ইচ্ছা করবো।

নারায়ণ। তা হ'লে ও ইচ্ছার এইখানেই পরিসমাপ্তি করতে হবে বলি !

বলি। কেন ? তোমার বন্ধিম নীল নয়নে রক্তের ক্ষীত শিরার সমষ্টি দেখে ? তোমার নাগ-নির্দিত বরদকরে বিশ্বসম্ভ্রাসক চক্র দেখে ? তা নয় চক্রধারী ! তোমার ইচ্ছার তলে সকল ইচ্ছার পরিসমাপ্তি হ'লেও, জেনে রেখো, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার ক্রিয়া অসমাপিকা।

নারায়ণ । এ ইচ্ছা পূর্ণ করতে হ'লে তোমার আত্মরক্ষায় বহুবান
হ'তে হবে ।

বলি । আত্মাই আত্মার চির-রক্ষক ।

নারায়ণ । আত্মগব্বা ! [চক্র তুলিলেন ।]

বলি । [অস্ত্র লইয়া অগ্রসর হইলেন ।]

সশস্ত্র প্রহ্লাদের প্রবেশ ।

প্রহ্লাদ । তিষ্ঠ ।

নারায়ণ । কে—প্রহ্লাদ ?

প্রহ্লাদ । হ'লেও এ সে প্রহ্লাদ নয় । সে বালক, এ বৃদ্ধ ;
সে ছিল হরিভক্ত প্রহ্লাদ, এ হরিষেবী প্রহ্লাদ ।

নারায়ণ । এ বেগবতী লালসার খরশ্রোতে নিষ্কাম সাধক প্রহ্লাদ
—তুমি ?

প্রহ্লাদ । এ তুচ্ছ ইঞ্জর বলির সংঘর্ষে মহাপ্রলয়ে অবিচলিত নির্ঝিকার
নিত্যনিরঞ্জন নারায়ণ—তুমি ?

নারায়ণ । না প্রহ্লাদ, এ সংঘর্ষ বড় তুচ্ছ নয় ; ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব যায়, স্বর্গ
লক্ষ্মীভ্রষ্ট হয়, স্পর্ধায় সৃষ্টি ভরে । আমি সুবিচার করবো । তুমি নিরস্ত
হও প্রহ্লাদ ! বুঝে দেখ, ইন্দ্রকে রক্ষা করা কি আমার কর্তব্য নয় ?

প্রহ্লাদ । অবশ্য । তবে তোমারও বোঝা উচিত, বলিকে রক্ষা
করা কি আমারও কর্তব্য নয় ?

নারায়ণ । তুমি বলিকে রক্ষা করবে আমার বিরুদ্ধে ?

প্রহ্লাদ । হাঁ, সেই জন্তই তো অস্ত্র ধরলাম—জগতের চক্রে আশ্চর্যের
মত ফুটগাম । আমি জানি, বলির রণ-নৈপুণ্যের কাছে ইন্দ্রাদি দেবগণ
নিভাস্ত শিশু, কিন্তু তোমার চক্রের গতিরোধে এক প্রহ্লাদ ভিন্ন তো

বামনাবতার

[প্রথম অঙ্ক ।

আর কেউ সক্রম নয় ! তাই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনাহত অপমানিত হ'য়ে শেষে এই ক্রুর ভূমিকার অভিনয়ে নামতে হ'লো নারায়ণ ! শুধু তোমার জন্ত—তোমার ঐ কুটিল চক্রের জন্ত ।

নারায়ণ । এ তোমার আত্ম-অপরাধের আবরণ মাত্র প্রহ্লাদ ! আমার সম্পূর্ণ ধারণা, আমার জন্ত নয়—তোমার যুদ্ধে আসা যুদ্ধেরই জন্ত ; তা না হ'লে আমি যে ইন্দ্রের রক্ষায় অস্ত্র ধরবো, এ কথা লক্ষ্মী পর্য্যন্ত জানে না, তুমি কি ক'রে জানলে প্রহ্লাদ ?

প্রহ্লাদ । লক্ষ্মী না জানতে পারে, প্রহ্লাদ লক্ষ্মী অপেক্ষা নারায়ণের সংবাদ অধিক রাখে । এ কথা কি ক'রে জানলুম ? প্রহ্লাদ যখন নিতান্ত অজ্ঞান, পঞ্চম বর্ষের শিশু, তখন তুমি যে স্ফটিক স্তম্ভে আছ, সে কথা সে কি ক'রে জেনেছিল নারায়ণ ?

নারায়ণ । প্রহ্লাদ ! আমি পরাজিত ; তোমার অস্ত্রের কাছে নয়, তোমার কাছে । এই আমি অস্ত্র সশ্রবণ করলাম, আর আমার কোন বিদ্বেষ নাই । তুমি লক্ষ্মীকে দেবার জন্ত বলিকে আদেশ দাও !

প্রহ্লাদ । না নারায়ণ ! যদিও আমি পিতামহ—পূজ্য, তা হ'লেও সে ক্ষমতা আজ আর আমার নাই । এখন বলি সম্রাট, আমি তার সেনাপতি—আদেশবাহী । সম্রাট ! বড় রণশাস্ত্র আছি, একটু বিশ্রাম করবো—একটু বিশ্রাম করবো । [প্রস্থান ।

নারায়ণ । বলি ! তুমি স্বর্গ রাজ্য নাও, পৃথিবীর একাধিপত্য নাও, আমি বাধা দেবো না, মাত্র লক্ষ্মীকে আমায় দাও ।

বলি । লক্ষ্মীছাড়া পৃথিবীর একাধিপত্য ! বারিশূত্র সরোবর ! প্রাণ-হীন শবদেহের প্রলোভন ! না—তা হয় না নারায়ণ ! লক্ষ্মীকে আমি নিয়ে যাবো—স্বর্গের গৌরব খর্ব্ব করবো—জগতে দারিদ্র্য আর রাখবো না । তবে হাঁ, দিতে পারি দর্পহারি নারায়ণ ! দিতে পারি । রক্ত-

চক্ষে নয়, কোনো প্রতিদান নিয়ে নয়, কারো আদেশ অনুরোধে নয় ;
দিতে পারি, যদি তুমি আমার কাছে ভিক্ষা কর ।

নারায়ণ । ভিক্ষা !

বলি । হাঁ—ভিক্ষা ; তোমার সকল শ্রেষ্ঠত্বের দর্প বিসর্জন দিয়ে,
ভিখারীর দীনতা নিয়ে, মরজগতের ক্ষুদ্র জীবের কাছে ভিক্ষা ।

নারায়ণ । ভিক্ষা ! বল কি বলি ? তুমি কি এখনও আমায়
চিন্তে পার নাই ? সারা বিশ্ব আমার কৃপাভিক্ষার জন্ত কৃতাজলিপুটে
দাঁড়িয়ে আছে, আর আমি ভিক্ষা করবো তোমার কাছে ?

বলি । কেন, লজ্জা হচ্ছে না কি ? নিষ্ঠুর ! যখন অভাবের তাড়নায়
ক্ষিপ্ত হয়ে বিশ্ব-সংসার তোমার করুণার দ্বারে কেঁদে কেঁদে মাথা খুঁড়ে
সারা হয়, তখন তো নারায়ণ সে দৃশ্য-বেশ উপভোগ কর ! আজ
লক্ষ্মীহারী হয়ে—লক্ষ্মীছাড়া হয়ে তুমি একটু কাঁদবে না ? সৃষ্টির
শিখরে অধিষ্ঠিত তুমি, ভিখারীর মর্শ্ববেদনা সব সময় ভাল ক'রে বুঝতে
পার না, তাই এবার একটু বোঝাতে চাই । আর জানি এই বিশ্বজগৎ
তোমার দ্বারে ভিখারী, তাই ইচ্ছা হচ্ছে দানী ! তোমায় ভিক্ষা দেওয়ার
একটু শিক্ষা দিই ।

নারায়ণ । আমায় শিক্ষা দেবে তুমি ? কেন, আমি কি ভিক্ষা
দিতে জানি না ?

বলি । জানতে পার, কিন্তু দেওয়া হয় না । অকুণ্ঠিতচিত্তে কৃপণতা
ত্যাগ ক'রে দেওয়া হয় না—ভিক্ষকের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিল রেখে দেওয়া
হয় না । তা যদি হবে, তবে জগতে এত হা-হতাশ কেন ? অভাবের এত
রুদ্ধ স্বভাব কেন ? দারিদ্র্যের পেধনে কঙ্কালসার লালসার এত জঠোর-
জ্বালা কেন ? দেওয়া হয় না দানী, বুঝি কৃপণতা ত্যাগ ক'রে ঐশ্বর্যকে
ধূলিমুষ্টির মত জ্ঞান ক'রে দেওয়া হয় না, ভিক্ষকের সুপ্রসার মনের সঙ্গে

সঙ্কচিত্ত জিহবার সামঞ্জস্য রেখে দেওয়া হয় না, সবাই তোমার যাচক জেনে উপযাচক হ'য়ে অযাচিতভাবে দেওয়া হয় না ।

নারায়ণ । তুমি আমায় সেইরূপ ভিক্ষা দেবে বলি ? দিতে পারবে ?

বলি । তুমি হৃদয়ের সমস্ত আশা একত্র ক'রে ভিক্ষা করবে, আর আমি আমার অর্জিত সমস্ত ত্যাগ তোমার হাতে দিতে পারবো না ?

নারায়ণ । ভাল দানদর্পী ! তাই হবে ; যাও—ভিক্ষাদানের জন্ত প্রস্তুত হওগে ।

বলি । আমি জিতেছি—আমি জিতেছি ! নেবে—ভিক্ষা নেবে নারায়ণ ? বেশ, তবে ভিক্ষাগ্রহণের মত সজ্জা কর । এস কমলা !

[লক্ষ্মীসহ প্রস্থান ।

সঙ্গিনীগণ ।—

গীত

ছিঃ-ছিঃ হেরে গেল রণে শ্যাম ।

ডুবে গেল তোমার ভুবনভরা নাম ॥

কৈ সে শক্তি দাও পরিচয়,

জান ধরিতে শুধু রমণী মজামো ঠাম ।

তুমি যে ভাগ্য, তুমি বিধাতা,

তবে বল না বঁধু বল না তোমার কে হ'লো বাম ?

নারায়ণ । ভিক্ষাগ্রহণের মত সজ্জা করতে ব'লে গেল । তা বলতে পারে । এ তো ভিক্ষারীর সজ্জা নয় । তাই তো—[চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন] ভিখারী—ভিখারী ! জগৎপ্রতিপালক হবে তারই সৃষ্ট জীবের দ্বারে ভিখারী ! হাঁ, এ লীলায় নূতনত্ব আছে বটে !

[নিষ্ক্রান্ত ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য

দৈত্যরাজ-অস্তঃপুর ।

সিংহাসনে লক্ষ্মী উপবিষ্টা, নিলে পূজানিরতা বিদ্যা,
উভয় পার্শ্বে দৈত্যরমণীগণ গাহিতেছিল ।

দৈত্যরমণীগণ †

গীত ।

কল্যাণ কর কমলালয়া করুণায়ত চক্ষে ।
মঙ্গল কর মাধবপ্রিয়া মেদিনীর প্রতি লক্ষ্যে ॥
ধর অঞ্জলি রাতুল পদে,
হর মা দৈন্ত্য মাতঃ বরণে,
নাও মা তাপিতে তুলিয়া তোমার শীত-শান্ত কক্ষে ।
বিষাদে তুমি মা মধুরভাষিনী,
আঁধারে তুমি মা চপলাহাসিনী,
প্রকৃতি তুমি মা পরমারাধ্যা পরম পুরুষবক্ষে ॥

[সকলে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল ।]

লক্ষ্মী । মনোমাধ পূর্ণ হোক্ সবাকার ।
সংসার কর গো স্মখে
সিঁথির সিঁদুর কোলের মাণিক ল'য়ে ।

[দৈত্যরমণীগণের প্রস্থান ।

লক্ষ্মী । মহারাণী ! দানবগৃহিণী !
 বড় সুখে আছি আমি তোমার আলয়ে ।
 প্রাতঃ-সন্ধ্যা পাই প্রীতি-পূজা,
 ভোগ করি কত রসাল নৈবেদ্য ;
 ত্রিলোক-ঈশ্বরী তুমি, কিঙ্করীর মত
 ষড়্ভবতী সতত তুষিতে মোরে ।
 যদিও সংসারে তুমি শ্রেষ্ঠা ভাগ্যবতী,
 বলি পতি তব, পুত্র বাণ বীর্ষ্যবান,
 বাঁধা লক্ষ্মী আমি ভক্তি-পাশে তব পাশে,
 রমণী-জীবনে কামনার কিছু নাই আর ;
 তবু যদি থাকে কোন গুপ্ত অভিলাষ,
 ব্যক্ত কর মহারাণী !
 অর্চনার দিব যোগ্য বর ।

বিন্ধ্যা । জানি সুবরদে !
 অর্চনা-অধীনা তুমি সর্বকাল ।
 কি বর চাহিব মাগো আর ?
 পাইয়াছে দাসী ও পরম পদ,
 মধুসূয়ী শান্তির ভাণ্ডার —
 সকল সাধের শেষ —
 সর্ব কামনার চরম সাফল্য ।
 তবে জনমিয়া রমণী-জন্ম,
 জান তো মা ! বত দাও বর,
 মিটে না স্বামীর কল্যাণ-কামনা কভু ।
 তাই চাই —

যে ভাবে রাখিবে রাখ, যেন পাই
 পতির মঙ্গল লক্ষ্য করিতে সতত ।
 লক্ষ্মী । সাধ্বী তুমি দৈত্যোক্ত-ললনা !
 বড় ভালবাসি আমি তারে সুলোচনা,
 স্বামী মঙ্গলে যে বামা অন্তর প্রাণ
 সর্বস্ব অর্পণ করে ।
 আশীর্বাদ করি—
 পূর্ণ হোক মনোরথ,
 চির-আয়ুস্বতী হও সতী !
 ভোগে ত্যাগে ধ্যানে ধর্ম্মে হইয়া সহায়,
 স্বামীর মঙ্গল সাধ সর্বকাল ।

বলির প্রবেশ ।

বলি । মায়ের অর্চনা
 যথাবিধি হয়েছে তো রাণী ?
 বিস্ক্যা । যথাজ্ঞান পূজিয়াছি স্বামী !
 লক্ষ্মী । কোন ক্রটি হয়নি বাছনি !
 পরম বৈষ্ণব তুমি ভক্ত-চুড়ামণি,
 ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী তোমার,
 কিনিয়াছ দৌহে বহুদিন মোরে ।
 তা না হ'লে
 গোলকবাসিনী বিষ্ণুপ্রিয়া আমি,
 আমারে বন্দিনী কর শক্তিভূমি রণস্থলে
 সাক্ষ মোর পূজা, বড় তৃপ্তা আমি ;

ধর বৎস প্রসাদ-নির্ম্মালা,
 জল পান কর রাণী সহ । [নির্ম্মালা দান]

বলি । মাতৃদণ্ড প্রগাম-নির্ম্মালা
 থাকুক মুকুট হ'য়ে রাজেন্দ্রের শিরে ;
 কিন্তু মা গো, জলপান করিব না আজ ।
 সারা জীবনের এক অতৃপ্ত পিপাসা ল'য়ে
 ভ্রমে বলি মরুভূমাবারে,
 মরীচিকা সনে করে খেলা ;
 কি হবে মা !
 চাতকের মত ও বারিবিন্দুতে ?
 সাগরের জল চাই শুষ্ক কর্তে তার ।
 জলধিনন্দিনী ! পার তুমি ;
 তার যদি এ সঙ্কটে,
 মিটাও যদি সে তৃষ্ণা—
 তবেই আহা পান, নতুবা ও
 পদতলে অনশনে দিব ছার প্রাণ ।

লক্ষ্মী । কহ প্রাণাধিক !
 কি হেন বাসনা তব,
 প্রাণপাতে যাহার সাধন ?

বলি । করেছি মনন মা গো !
 দিয়েছ আদরে যবে
 একচ্ছত্র ত্রিলোকের,
 করিব মা শেষ সে সাধের
 দান-যজ্ঞে ব্রতী হ'য়ে ।

পুরাইব সকলের সকল বাসনা,
যুচাইব জগতের দারিদ্র্য-লাঞ্ছনা ।
অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রতী হবো মা গো !
দান হবে উপলক্ষ্য তার ।

লক্ষ্মী

অশ্বমেধ ! বড়ই ভীষণ যাগ,
কাঁপে প্রাণ নাম শুনে তার ।
ক্ষান্ত হও বাছাধন !
হয় না পূরণ কভু সে যাগের,
লাভ মাত্র কলহ অশান্তি ।
প্রতিদ্বন্দী হবে বিশ্ব, শত বাছ মেলি
রাখিতে নারিব আমি ।

বলি

কেন হবে বিশ্ব বিরোধী জননী ?
আশা তো করিনি আমি
কোন পদ পেতে,
কারো উচ্ছে যেতে রাখি না তো সাধ !
কি অভাব মোর ? কি বাঞ্ছা
করিব আমি ? কার কাছে ?
বাঞ্ছাকল্প-লতিকা মা তুমি
হৃদয় উজ্জানে মম আত্মসহকারে ।
নাহি মা প্রার্থনা কিছু,
আকিঞ্চন—মাত্র দান,
জগতের রোষ তার কি গো প্রতিদান ?

লক্ষ্মী

দান ?

বলি ।

দান ।

অভাবহারিণী দয়াময়ী তুমি,
তোমার অঙ্কেতে বসি
কি কার্য্য সাধিব মা গো আর !
প্রাণ ভ'রে দিব দান,
হু'হাতে বিলাবো ধন,
দীন হুঃখী মহাজন বাছিব না কিছু,
দিব অকাতরে যে যাহা চাহিবে ।

লক্ষ্মী ।

ঐশ্বর্য্য বিলায়ে
জগতের ভোগ-তৃষা চাহ মিটাইতে ?
পারিবে না বৎস !
উদ্যাপন করিতে এ ব্রত ।
ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নিকণা সম
এ দানেও রয়েছে আসক্তি চাপা ;
বাড়িবে স্বেষোগ পেলে,
মানিবে না বাধা,
কেন সেধে পড়িবে বন্ধনে ?

বলি ।

বন্ধন মোচন করা করুণারূপিণী !
কিসের জননী তুমি তবে,
নারিবে যদি গো মাতা
নিবারিতে শিশুর ক্রন্দন ?
ভুলায়ো না আর বালক বুঝায়ো ।
অভাবের লক্ষ ফণা করিব দলিত,
গলিত দারিদ্র্য্য-মূর্ত্তি
প্রোথিত করিব ভলে,

দিব জলে বিসর্জন বড় সাধ চিতে
জগতের যা কিছু অপূর্ণ ।
কেন হবে হাহাকার জগৎমাঝারে ?
কর বাঞ্ছা পূর্ণ পূর্ণানন্দময়ী !

নামি কৰ্মক্ষেত্রে,
অহুমতি দাও মা শ্রীমতী !

বিক্ষা দাও বর, দাও মা অভয়,
বরাভয়দায়িনী পদ্মাসনা !
পতির বাসনা পূর্ণ কর,
করুণা-কটাক্ষে চাও কঙ্কলনয়না !

লক্ষ্মী । তুমিও কি এ প্রস্তাব যোগ্য বল রাণী ?

বিক্ষা যোগ্যযোগ্য বিচারের অধিকার
কোথা মা আমার ?
পতির প্রস্তাব অযোগ্য হ'লেও
সে যে যোগ্য মম পাশে ।

লক্ষ্মী । তাই হোক তবে,
এত সাধ যখন দৌহার ।
যাও রাজা! কর অশ্বমেধ ;
দাও দান ইচ্ছামত,
ধনে-রত্নে ধরিত্রী ভরাও ।
ভাণ্ডারে রহিছ আমি,
না ফুরাবে জীবনে তোমার,—
কিন্তু যজ্ঞপূর্ণ—জানে যজ্ঞেশ্বর ।

বলি ! সেবকের প্রণাম লহ মা যজ্ঞেশ্বরী ! [প্রণাম

*
 লক্ষ্মী । সাবধান ! চলেছ ত্যাগের পথে,
 লক্ষ্য রেখে আসক্তির প্রতি,
 দাস যেন হ'য়ো না তাহার ।

[বলির প্রস্থানোচ্চোগ]

পুষ্পের প্রবেশ ।

পুষ্প । কৈ বাবা ! তুমি যে বলেছিলে—আমার জন্ম পুতুল এনেছ,
 কৈ ?

বলি । [লক্ষ্মীকে দেখাইয়া] ওই যে মা, তোমার সম্মুখে ।

[প্রস্থান ।

পুষ্প । এই পুতুল ! বাঃ—বেশ মুখখানি তো ! বেশ টানা চোখ
 ছুটি তো ! বেশ সরস হাসিটুকু তো ! সবার ভিতর হ'তে কিসের যেন
 গরিমা ফুটে বেরুচ্ছে !

লক্ষ্মী । ইনিই রাজকুমারী ?

বিক্র্যা । হাঁ মা, দাসীকণ্ঠা ।

পুষ্প । ও পুতুল ! তা হ'লে ওরকম সাজানো পুতুল হ'য়ে সিংহাসনে
 ব'সে শুধু ভোগ খেতে গেলে তো চলবে না, আমার সঙ্গে খেলতে
 হবে ; এস !

বিক্র্যা ; [শশব্যস্তে] করিস্ কি—করিস্ কি পুষ্প !

পুষ্প । ভয় নাই মা ! এ পুতুল সহজে ভাঙ্গবার নয় ; ভাঙ্গবে,
 যখন তোমাদের কপাল ভাঙ্গবে ।

গীত

সাধের প্রভাত মোর মিটাবো পুতুল-খেলা ।

পেয়েছি পুতুল আজি খুঁজি সারা ছেলেবেলা

দ্বিতীয় দৃশ্য]।

বামনাবতার

খেলিতে এসেছি যদি চাড়ি তবে কেন আর,
পেয়েছি খেলা হাতে ভাবিব চাতুরী তার ;
দেখিব কেমন সে, কত তার প্রলোভন,
কামনা-সাগরে আমি বাঁধিব ত্যাগের ভেলা ॥

[লক্ষ্মীকে লইয়া প্রশ্নান ।

বিদ্বা। জানি না, কোনো অপরাধ হবে কি না ? মেয়েটার লঘু-
গুরু জ্ঞান নাই

[প্রশ্নান

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

দৈত্যপুরী

বিরোচন ।

বিরোচন । জিতেছি—জিতেছি বাবা ! শুধু আমার বলি একা
জেতে নাই, ছ' বাপ বেটাতে দু'টো লড়ায়েই জিতেছি । তবে বলির
যুদ্ধ—ও যেমন ছেলেমানুষ, তেমনি ছেলেমানুষী যুদ্ধ । তবে আমার
এটায় বাহবার কথা আছে, থাকাতো উচিত ; যেহেতু আমি তার
বাবা । উঃ—কি তুমুল যুদ্ধ ! কি দুর্দর্ষ শত্রু ! কি তাদের লড়াইয়ের
কায়দা ! ভ্রম—কি ভীষণ জন্তু বাবা ! জয়ন্ত কি তার কাছে ? বিচারের
শেলে তার বুক ভেঙ্গে দিয়ে আমার বৈরাগ্য-পৌত্রকে বাঁচিয়েছি । মোহ
—কি দুর্দর্ষ সৃষ্টি ! অমন সহস্র বজ্রধর 'ইন্দ্র তার পোষা পায়রা ।
সাধনার বালি-বাণে তার চোখ কাণা ক'রে আমার বিবেক-পুত্রকে

আবার খাড়া করেছি। কাম—এ আবার কি দোর্দণ্ড ষণ্ডপ্রকৃতি শত্রু বাবা! হেরেও হারে না, কাল তো তার কাছে অকাল; তারও মাথায় সংঘমের গদা মেরে রক্তারক্তি ক'রে আমার জ্ঞানরূপ বুদ্ধ পিতায় অভয় দিয়েছি। আর কি! এখন তো আমি সবটা রাজ্যের রাজা! ওঃ—কি লড়াই-ই করলুম! কি জিতটাই জিতলুম!

বিশ্বাসের প্রবেশ

বিশ্বাস। শুনেছ বিরোচন, বলি এ যুদ্ধে জয়লাভ করেছে?

বিরোচন। তুমিও শুনেছ গুরু, বিরোচনও সে যুদ্ধে জয়ী হয়েছে?

বিশ্বাস। বল কি বীর! জয়ী হয়েছে?

বিরোচন। দেখতে পাচ্ছ না আমার সমস্ত হৃদয়-রাজ্য জুড়ে আনন্দে বিজয়-নিশান তন্ন তন্ন করে ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছে!

বিশ্বাস। দেখছি; কিন্তু কৈ বিরোচন! তার নিদর্শন কৈ? তোমার সেই অজ্ঞেয় সংগ্রামের বিজয়-চিহ্ন কৈ? দেখলুম, বলি এ দুর্জয়-সংগ্রাম জয় ক'রে জগদারাধ্যা লক্ষ্মীকে লাভ করেছে; তুমি কি করলে জয়ী?

বিরোচন। আমি আর কি করবো গুরু! বলি এ সময় সমুদ্র মথিত ক'রে লাভ করেছে জগদারাধ্যা লক্ষ্মীকে, আমি সে মহাসংগ্রামে সকল বিঘ্ন নীরব ক'রে জাগিয়ে তুলেছি জগদারাধনার অজ্ঞেয় অতুলনা ভক্তিকে।

বিশ্বাস। দেখাও!

বিরোচন। মা! মা!

ধীরে ধীরে ভক্তির আবির্ভাব।

বিরোচন। ঐ দেখ গুরু! আঁধারের ঘন স্তর অঞ্চলে সরিয়ে দিয়ে উল্লাসিনী উষার মত কি মধুর ধীর আগমন!

বিশ্বাস । সুন্দর !

বিরোচন । কি হেমন্ত প্রকৃতির সুসমায় প্রভাত-চিত্র !

বিশ্বাস । চমৎকার !

বিরোচন । কি অননুভূত মাতৃ-মহিমার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত !

বিশ্বাস । মধুর !

[ভক্তি আসিয়া বিরোচনের হাত ধরিল ।]

বিরোচন । দেখ গুরু ! বলি তার লক্ষ্মীকে বলে অন্নগামিনী করেছে, আমার অধিকৃত্য আপনা হ'তে হাত বাড়িয়ে আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে ।

বিশ্বাস । তোমার জয়ই জয়, তোমার লাভই লাভ, তোমার বীরত্বই ব্যাখ্যা । এ জয়ে পরাজয় নাই, এ লাভে ক্ষতি নাই, এ বীরত্বে হিংসা নাই, কেবল এক অনাদি অনন্তের অজ্ঞেয় তত্ত্ব ।

[অন্তর্দ্বান :

বিরোচন । বলি তার বিজয়লক্ষ্মী লক্ষ্মীর পূজা করেছে, আমিও তোমার পূজা করবো মা !

ভক্তি । আজও তোমার ভ্রম গেল না বিরোচন ! জগতে একজন ছাড়া আর কারো পূজা নাই ! আমার পূজা করতে হবে না প্রাণাধিক ! আমায় দিয়ে তাঁর পূজা কর ।

বিরোচন । তাঁর পূজা ! তিনি বিরাট, আমি ক্ষুদ্র ; তিনি মহান্, আমি তুচ্ছ ; তিনি অসীম, আমি সঙ্কীর্ণ ; কি ক'রে তাঁর পূজা করবো মা ?

ভক্তি । বিরাটকে নিজের মত ক্ষুদ্র ক'রে নাও, মহান্কে সম্মুখে রাখবার মত সঙ্কুচিত কর, অসীমকে গণ্ডীর মধ্যে এনে ফেল । পূজা কর বিরোচন এই মূর্তির ; এই সেই মহা-নিরাকারের সাকার কল্পনা ।
[নারায়ণ-মূর্তি দিলেন ।]

বিরোচন । সুন্দর নবজলধর শ্রাম মূর্তি ! সর্ব কল্পনার চরম উৎকর্ষ !

বল মা ! কি মন্ত্রে এ মূর্তির উপাসনা করবো ? কি উপচারে এ বিগ্রহের
পূজা দেবো ? কোন্ ধ্যানে এ অচেতনে জাগাবো ?

গীতকণ্ঠে বিশ্বাসের পুনঃ প্রবেশ ।

বিশ্বাস ।—

জাগাবে যদি এ অচেতনে ।

নিজে জাগ তুমি ঘুমের সেবক, নিদ্রিত রাখি ইন্দ্রিরগণে ॥

ছন্দ স্তোত্র মুখেও এনো না, বাড়াবে তর্ক বাধাবে গোল,

এ পূজার নাই অঙ্গ মন্ত্র,মন্ত্র শুধুই 'হরিবোল',

কুক্কিত জিহ্বা করি বিলোল জপ এ মন্ত্র আপন মনে ॥

[অন্তর্দ্বান ।

ভক্তি । বেশ মন্ত্র ! চমৎকার উপচার ! বাহবা ধ্যান ! তবে পূজা
আরম্ভ কর বিরোচন ।

[অন্তর্দ্বান ।

তর্কের আবির্ভাব ।

গীত

তর্ক —

এই ধূমি ঘটলো শেষে ?

ঘুরে ঘুরে পুতুলপূজো, বুঝেছি লেগেছে দিশে

মীমাংসার আবির্ভাব ।

মীমাংসা ।—

এই তো জীবের গুণায় সিঁড়ি,

এতেই যাবে-সোনার দেশে ।

তর্ক ।

গুণে আছে কি ?

মীমাংসা —

গুণে নাই কি ?

তর্ক।— পরিপাটি ভেদে তোমার মধু কলে পাথর চোবে ;

মীমাংসা।— এ পাথর যে তৈরী বধু জগৎখানার সার রসে ।

[উভয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব ।

বিরোচন। আবার সেই মেঘ । এখনও সেই ঘন ঘন বিদ্যুচ্ছটা !
বুঝি আবার পথ ভোলালে ! মা ! মা ! কৈ তুমি ? তোমার যে
চোখে দেখতে পাচ্ছি না । বড় অন্ধকার ! যদিও মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ
চমকচ্ছে, কিন্তু বিদ্যুতের কণিক বিকাশের পরিণামও যে ঘোর অন্ধকার !
জিজ্ঞাসা করি মা—

বিশ্বাসের আবির্ভাব ।

বিশ্বাস। কিছু জিজ্ঞাসা ক'রো না ভাই ! তর্ক ছাড়, বিশ্বাস
নাও, ভক্তির পথে চ'লে যাও ।

বিরোচন। গুরু ! গুরু ! তুমি প্রতিনিয়তই অন্তরে আছ, তবু
এগুলো আবার আসে কোথা হ'তে ?

বিশ্বাস। ওগুলোর বাসাও যে ঐখানেই ; হাসির পাশেই কান্না,
প্রশংসার পাশেই ঘৃণা, আলোর পাশেই অন্ধকার ।

বিরোচন। ও ! না গুরু, আর ওদিকে চোখ দেবো না ; আমি
পূজা শেষ করি !

ভক্তির আবির্ভাব ।

ভক্তি। আর পূজায় প্রয়োজন নাই বিরোচন ! পূজায় তোমার
উপাস্ত্রমেব ভূট হয়েছেন ।

বিরোচন। তা হ'লে এইবার আমি বর চাই ?

বিশ্বাস। বর ?

বিরোচন । বলি লক্ষীর প্রসাদে অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রতী হ'য়ে দান
করছে, আমারও উপাস্য হুঁট, আমিও একটা কিছু করবো না গুরু ?

বিশ্বাস । যজ্ঞ করবে ? তা কর । তবে ও অশ্বমেধ তোমার ভো
সাজে না তাই ! যেমন যুদ্ধ করলে, সেই রকম যজ্ঞ কর ; অশ্ব হ'তেও
যা ক্রতগামী, তুমি তাই ছাড় ।

বিরোচন । অশ্ব হ'তে ক্রতগামী কে ?

বিশ্বাস । মন ; তুমি মনোমেধ-যজ্ঞ কর বিরোচন !

বিরোচন । ঠিক ; তবে গুরু ! বলির অশ্ব স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল,
ত্রিভুবন ভ্রমণ করছে ; আমি কোন্ দিকে অশ্ব ছাড়বো ?

বিশ্বাস । তুমি অশ্ব ছাড় ঐশ্বর্যের সৃষ্টি দিয়ে, রমণী-রূপের ভিতর
দিয়ে, জগতের যত আসক্তি-রাজ্য কাঁপিয়ে দিয়ে ।

বিরোচন । তারপর ?

বিশ্বাস । তারপর অশ্ব যদি কোথাও ধৃত হয়, যুদ্ধ কর—আসক্তিকে
জয় ক'রে মনের উদ্ধার কর ; তারপর সেই অনাসক্ত মন ভগবৎপদে
উৎসর্গ ক'রে তোমার মনোমেধ-যজ্ঞ সমাধা কর । কোন ভয় নাই,
আমি এ যজ্ঞের পৌরহিত্য নিলাম ।

[অন্তর্দ্বান ।

ভক্তি । আর বলি দান করছে অর্থ, তুমি জগতে বিতরণ কর
শ্রেম ; কোন চিন্তা নাই, আমি ভাঙারে রইলাম ।

[অন্তর্দ্বান ।

বিরোচন । তবে উন্মুক্ত হও তুমি হৃদয়-ভাঙার ! জগত বড় দীন,
বড় কাদাল । জল তুমি জ্ঞান-যজ্ঞ-বহি, ত্রিতাপ তোমার আছতি ।
ছোটো তুমি নৃত্যভঙ্গে মন মত্ত উঠেঃশ্রবা ! কাম-রাজত্ব বড় গর্বিত ।

[প্রস্থানোত্তোগ]

পুষ্পের প্রবেশ ।

পুষ্প । দাদামশায় !

বিরোচন । স'রে যা—স'রে যা নাতনি ! আমার ঘোড়া ছুটেছে ।

পুষ্প । এঁ্যা ! ঘোড়া ছুটেছে কি ? কৈ ?

বিরোচন । বুঝতে পারিস্ নাই ? তোর বাবা অশ্বমেধ-যজ্ঞ করছে না ? দেখা দেখি আমিও মনোমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করেছি । আমার সেই মন-ঘোড়া জগতের যত লালসার রাজ্য দিয়ে ডকা মেরে ছুটেছে । স'রে যা ভাই ! তোর ও ধ্বজাওড়ানো রূপ-রাজ্যখানা দেখলে আগে ঐ দিকেই ধাওয়া করবে, আমি ক্রুখতে পারবো না । কেন অনর্থক একটা কাণ্ড বাধাস্ ?

পুষ্প । অমন কাজও করবেন না দাদামশায় ! এ দিকে ঘেঁসতে গেলে আপনার ঘোড়া ধরা পড়বে ।

বিরোচন । এ যে সে ঘোড়া নয় নাতনি ! এ ঘোড়া সদাই শীঘ্র-পা তোলে, চাট মারে, কামড়াতে যায় ।

পুষ্প । যে ঘোড়াই হোক, বশ ক'রে নেবার আমার চাবুক আছে ।

বিরোচন । এঁ্যা ! বলিস্ কি ?

পুষ্প । হ্যাঁ দাদামশায় ! ছাড়ুন না ! আমার ঘোড়ায় চাপ্বার বড় সখ হয়েছে ।

বিরোচন । তা হবে বৈ কি, সময় তো হয়েছে ! তা যা, এদিকে আর তাকাস্ নি ভাই ! তোর বাবাকে ব'লে তোর মনের মত একটা নখর রঙ্গিন টাট্টু শীগগির আনিয়ে দেওয়াবো ।

পুষ্প । না দাদামশায় ! আমি সে হাত-পা-ওয়াল ঘোড়া নেবো না ; আমি এই রকম এক নিরা কার ঘোড়া চাই, যাঁকে বশ ক'রে আনন্দ আছে ।

বিরোচন । ঐ সাকারই ও তুফানে পড়লে দিন কতকের মধ্যে গ'লে নিরাকার হ'য়ে যাবে দেখতে পাবি ; যা এখন, আর ঝঞ্জাট বাড়াই নি ।

পুষ্প । তা অত বিরক্ত হ'চ্ছেন যখন, যাচ্ছি ! তবে—

বিরোচন । তবে আবার কি ?

পুষ্প । এলুম আপনার কাছে, নেহাৎ শুধুহাতে ফিরে যাবো ? আপনার ঐ পুতুলটাই দিন না !

বিরোচন । আচ্ছা মেয়ের পাল্লায় পড়লুম যে গা ! বোড়া গেল তো পুতুল দাও ! সব বিষয়েই ছেলেমি ! দেখ পুষ্প ! এখনও কি তোর পুতুলখেলার সময় আছে ভাই ?

পুষ্প । বাঃ ! আপনি আমার ঠাকুরদাদা, আপনি পুতুল খেলছেন. আর আমার সময় গেছে ? ও মা ! এই আমি চললুম, মাকে বলিগে— দাদামশায় আমায় গাল দিলেন । [কৃত্রিম অভিমানে করেক পদ অগ্রসর হইল ।]

বিরোচন । আরে শোন্—শোন্ ; ও নাতনি ! চটিস্ কেন ? বলি, এ পুতুলটা নিয়ে তুই কি করবি বল দেখি ?

পুষ্প । বাবা আমায় একটা পুতুল দিয়েছেন, ও পুতুলটি পেলে বেশ হয়, তার সঙ্গে বিয়ে দিই ।

বিরোচন । এই কথা ! তা হবে, তার আব কি ?

পুষ্প । হবে নয় ; এখনই—এই দণ্ডে ।

বিরোচন । আরে গেল যা ! অত ব্যস্ত হ'লে চলবে কেন ? বিয়ে ব'লে কথা ! আমায় পাত্রী দেখতে হবে না ? আমার এমন সোনার টান বর, যা নয় তাই একটা ক'রে বসবো ?

পুষ্প । সে আর দেখতে হবে না দাদামশায় ! পাত্রীটা অবিকল দ্বিধিনার মত ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।]

বামনাবতার

বিরোচন । তা হ'লে আর দেখতে হবে না । নিশ্চয়ই সে জগদেক
সুন্দরী—অন্ততঃ আমার চক্ষে । যা নাতনি ! আমার সম্পূর্ণ মত
আছে, বিষের ষোগাড় কর্গে । তুই যখনই বলবি, আমি বর নিয়ে তোর
কুঞ্জে হাজির হবো ।

পুষ্প । তা হ'লে আমি পণ্ডিতদিকে ডাকিয়ে একটা দিন স্থির ক'রে
ফেলি গে ।

বিরোচন । :যা—যা ; কিন্তু পাওনা-খোওনা আমি আগে ছাঁদনাতলায়
বুঝে নেবো !

পুষ্প । তার জন্ত আটকাবে না দাদামশায় ! আপনার তো ঐটুকু
পেট, কতটুকুই বা ক্ষিধে ?

[নিষ্ক্রান্ত ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

কুটীর ।

শ্বেতাজ শর্মা ।

শ্বেতাজ । না—এ অন্তায় আর নয় না । আজ ব্রাহ্মণীর পিঠের
চারুড়া যাবে, তার হাড় এক জায়গায় মাস এক জায়গায় কর্গেবো । ওঃ—
একি কম অন্যায় ! সেই কোন্ আমলে একটা ছেলে হ'য়ে গেছে,
কেবল ব'সে ব'সে ভাত মান্গছেন, এ পর্য্যন্ত আর তার নামটি নাই !
কত দান, কত যত্ন হ'চ্ছে, এক একজন এক এক কাহন ছেলে নিয়ে গিয়ে

থাকে—লুটপাট করছে—ঘরে আনছে। আর আমি একটা অপপণ্ড নিয়ে কি আর করবো, মনের ছুঁখে তাদের ব্রাহ্মণীদের বাহবা দিতে দিতে শুধুহাতে ঘরে ফিরছি। সে সব তো যা হোক একরকম সহ হয়েছিল, আজ আর রক্ষা নাই। আজ বলি রাজার যজ্ঞ। রাশি রাশি টাকা, রাশি রাশি কাপড়, রাশি রাশি চাল, মুখের কথা কইতে না কইতে! ওঃ—এ কি সহ্য হয়! আমি কি করি গো! একটা মাত্র ছুঁধের বাছা নিয়ে আমি কোন্ দিক্ সামলাই গো! আমার মরণ হয় না কেন গো! না—আজ আর কোনমতে নিস্তার নাই। আজ তার এক দিন কি আমার এক দিন! আজ তাকে হিরণ্যকচ্ছপ বধ করবো।

কালিন্দীর প্রবেশ।

কালিন্দী। বলি, কি হয়েছে গো? বাড়ীর ভেতর ঘোড়ার মত অমন শীঘ্-পা তুলে নাচ'চো কেন?

খেতাজ। আমার নাচ পেয়েছে। দেখ লালের মা! রসিকতা রাখ, রাগে আমার মাথা বন্বন্ করে ঘুরছে। যা বলি শোন; ভাল চাও তো আজ বাত্রির মধ্যে যেথা পাও, অন্ততঃ এক পণ ছেলে এনে হাজির কর।

কালিন্দী। ও মা, ছেলে কোথা পাবো গো? রোজ রোজই তোমার সেই এক কথা! ছেলে কি গাছের ফল?

খেতাজ। গাছের ফল হোক, নদীর জল হোক, চড়ার বাগলি হোক, লোকে পায় কোথা?

কালিন্দী। তা যে যেমন দিয়ে এসেছে!

খেতাজ। তুমি না দিয়ে এলে কেন? যাও—এখনও বলছি, ঠাকুর-

ঘরে যাও—যা দেবার দাঁও, ছেলে পণটাক্ কিন্তু আজ রাত্রির মধ্যেই যোগাড় করা চাইই চাই ।

কালিন্দী । ও মা ! বলে কি গো ! মিন্সের মতিচ্ছন্ন ধরেছে না কি গো ! ঠাকুরঘরে যাবো ! ঠাকুর তো ঠাকুর—তেত্রিশ কোটি দেবতা লাগলেও আজ রাত্রির মধ্যে কেউ দিতে পারবে না ।

খেতাজ । আচ্ছা—আজ রাত্রির মধ্যে না পারে, ক' দিনে পারবে ? কখন নাগাদ্ পারবে ? না হয় দু'দিন সবুরই করি ; যজ্ঞটা এমন কিছু আজই ফুরিয়ে যাচ্ছে না !

কালিন্দী । ঠাকামি কর কেন ? ক' দিনে—কখন নাগাদ্ ? ও মা, কি যেন্না ও গো, ঠাকুর দেবতাকে এ জন্মে দিয়ে রাখলে আর জন্মে পাওয়া যায় ।

খেতাজ । এঁ্যা ! একটা দিন নয়, একটা মাস নয়, একটা বছর নয়, একটা জন্ম ! না—আজ একটা কাণ্ড না হ'য়ে যায় না । খুনোখুনী হবে ! আঃ—কি কথাই বললেন আর কি ! আর জন্মে ! আর এখন আমার কাজ চলে কি ক'রে ?

কালিন্দী । তা আর কি করছি ! কোনো রকম ক'রে চালিয়ে নাও ।

খেতাজ । কোনো রকম মানে ? ধান্স-ধোরু ক'রে ? ছেলে হাওলাৎ ? আর তাই বা দিচ্ছে কে ? সবারই তো এই একটা দাঁও ! আর দিলেই বা শুধুছি কিসে ? তোমার তো ঐ সবেধন রামকান্ন !

কালিন্দী । ও আমার একাই এক লক্ষ । বংশ রক্ষে হয়েছে, এই ঢের ; আবার কেন ?

খেতাজ । বংশ কাকে বলে জান ? প্রতি বর্ষার বর্ষার ষার দশ বিশটা ফোড় গজায়, তাকে বলে, ধংশ । তোমার অমন আফোড় বংশ নির্বংশ থাক ।

কালিন্দী । যাঠ ! যাঠ ! বালাই ! বংশ নিরুৎশ হ'তে গেল কেন ? তুমি যাও না ! ও মা, আমার দুধের বাছায় গাল ? ওগো আমার কি হবে গো ? আমার নেকনে কি আছে গো ? [ক্রন্দন]

শ্বেতাজ । তোমার নেকনে রক্তারক্তি আছে গো,—আবার কি থাকবে ? নাও, এখন কান্নাকাটি রেখে দিয়ে ছেলেটাকে ডেকে দাও । লোকের দেখে আর বুক ফাটিয়ে কি ক'চ্ছ ! কাজটা তো সার্বতে হবে । তাকে নিয়েই যা পারি, নিয়ে আসি । অনেক দূর পথ, শীগ্গির ডেকে দাও ; আমি শিথিয়ে পড়িয়ে ঠিক ক'রে নিই ।

খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে লালের প্রবেশ ।

লাল । [ক্রন্দন-স্বরে] মা ! মা ! আমার পায়ে কাঁটা ফুটেছে ।

কালিন্দী । ওগো, মিন্‌সের কি কাল-বাক্য গো ! সঙ্গে সঙ্গে বুঝি ক'লে গেল গো !

শ্বেতাজ । এই দ' পড়িয়েছে ! আহুরে গোপাল বুঝি বা এখুনি ব'লে বসে—আমি পথ চলতে পারবো না !

কালিন্দী । কোথায় কাঁটা ফুটেছে বাবা, দেখি !

লাল । না মা ! ফুটেছিল, বেরিয়ে গেছে ।

শ্বেতাজ । বাক, রক্ষে পাই । দেখ্‌ লাল ! বলি রাজার যজ্ঞ হ'চ্ছে, শুনেছিস্‌ তো ? ভোরে উঠে আমাদের হ' বাপ-বেটাকে ধেতে হবে ; বাসুনের ছেলে, কায়দা-টায়দা শিখেছিস্‌ তো ?

লাল । আমি যেতে পারবো না বাবা ! আমার পা দেখ !

শ্বেতাজ । যা ভেবেছি তাই ! এ কেবল আদর দেওয়ার ফল । দেখ লালের মা ! আজ তুমি নেহাৎ বাড়াবাড়ি ক'রে তুললে দেখ্‌ছি !

কালিন্দী । ও মা ! ছেলের পায়ে কাঁটা ফুটেছে, তা—

শ্বেতাজ । কেন ছেলের পায়ে কাঁটা ফোটে ? দু'দিন সবুর ক'রে যজ্ঞটা সেরে এসে কাঁটা ফুটলে চলতো না ? এ সব নাই দেওয়া নয় ? আজ তোমার মুণ্ড দ্বিখণ্ড !

কালিন্দী । এই নাও, আমি তার কি করবো ? আমার দোষ কি ?

শ্বেতাজ । কেন তুমি এমন ছেলে গর্ভে ধর, কাঁটা ফোটার তাল বোঝে না ? নাও, এখনও বলছি—ঝাড়-ফুক সেক-তাপ ক'রে পা সারিয়ে দাও, যজ্ঞ যেতেই হবে ।

লাল । আমি কিছুতেই যাবো না, আমার পায়ে বেদনা ।

শ্বেতাজ । দেখ—দেখ, বামুনের ঘরে মুখ্য দেখ একবার ! আমরাও তো বাবার ছেলে ছিলাম বাপু ! কাঁটাফোটা তো কাঁটাফোটা একটা পা কোন্ দিকে উড়ে গেলেও নেমতন্ন বাদ দিই নাই ।

লাল । সে যাই বল বাবা, আমি কিছুতেই যাবো না ।

শ্বেতাজ । আরে বাবা, বামুনের ঘরের ছেলে, ওরকম একগুঁয়েমি করলে কি চলে ? ঝুড়ি ঝুড়ি লুচি. পাহাড় পাহাড় সন্দেশ, পুকুর পুকুর ক্ষীর ।

লাল । নিয়ে এস না বাবা আমার জন্মে, আমি ঘরে ব'সেই থাকো !

শ্বেতাজ । ব্যাটার ছেলের এদিকে আবদারটা দেখ একবার ! আমি বাড়ী বয়ে এনে দেবো, উনি ব'সে ব'সে গিলবেন !

লাল । তবে আমি থাকোও না—যাবোও না, এই খেলতে চলুম ।

ছুটিতে ছুটিতে প্রস্থান ।

শ্বেতাজ । দেখ—দেখ, ব্যাটার ছেলের কাজের বেলায় কাঁটা ফুটেছে, আর দোড়নোর রকমটা দেখ একবার !

কালিন্দী । ওরা ছেলের জাত, ওদিকে কি ওরকম করলে যায় ? বুঝিয়ে সূছিয়ে নিয়ে যেতে হয় ।

বামনাবতার

দ্বিতীয় অঙ্ক ।]

বেতাল । বুঝোও—শীগগির বুঝোও ; যা ক'রে পার, বুঝিয়ে ঠিক
কর, নইলে আর রক্ষা নাই ! তোমার লালকে লালে লাল ক'রে ছাড়বো
—তোমার আদর দেওয়া ঝাঁটার ঝাড়বো—ঘরের মটকায় আগুন
দেবো । [প্রস্থান ।

কালিন্দী । কি দুস্মৃথোর পাল্লায় পড়েছি ! হাড়ে হাড়ে জ্বালালে !
ঘাট দেখি, ছেলেটা আবার কোন্ দিকে গেল !

[প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

দৈত্যরাজ-সভা ।

সিংহাসনে বলি ; পৃথক্ পৃথক্ আসনে প্রহ্লাদ,
বাণ, ময়, দৈত্যগণ ও ব্রাহ্মণগণ আসীন ।

বলি । বীরবর মম ! বাথানি তোমায ;
দান-কার্যে অতীব সুদক্ষ তব অমুচরগণ ।
জানি তুমি সুবিখ্যাসী কর্তব্যাসেবক,
তাই তব করে সঁপিযাছি হেন গুরু ভার ।
বলিবার কিছু নাই তোমারে ধীমান,
তবু সাবাধান ! ' সর্ব্ব শ্রম
সমস্ত উত্তম ব্যর্থ বিন্দুমাত্র ক্রটি হ'লে ।
ধন, রত্ন, অন্ন, বস্ত্র,
আসন, তৈজস, ভূমি, যে যাহা চাহিবে,

বাছিবেনা পাত্রপাত্র—
 দিবে দান অকাতরে ; মুখের বিকৃতি
 আভাসেও যেন দেখা নাহি যায় ।
 আর এক কথা—
 যজ্ঞ-অশ্ব ছাড় পুনরায় ; আবার
 ঘোষবাদকগণে পাঠাও পশ্চাতে তার ।
 নগর, প্রাস্তর, পল্লী, বন-উপবন,
 পর্বতকন্দর, প্রকাশ্য প্রচ্ছন্ন সর্ব স্থানে
 যেন তারা বলির যজ্ঞের কথা
 উচ্চকণ্ঠে বিজ্ঞাপিত ক'রে
 দান গ্রহণের তরে পুনঃ পুনঃ
 আবাহন করে । যাও তুনি !

[ময়ের প্রস্থান ।

প্রহ্লাদ তোমায় দেখে আমার বড় ভয় হ'চ্ছে বলি !

বলি । কেন পিতামহ ?

প্রহ্লাদ । এ দানে ক্রমশঃই তোমার একটা মত্ততা আসছে দেখছি ।
 তোমার নিষ্কলঙ্ক উজ্জ্বল ললাটে আসক্তির কালিমা টের পাচ্ছি । তোমার,
 অমুরাগরঞ্জিত অধরোষ্ঠে যেন একটা দর্পের ফীতি অনুভব করছি ।
 বড় ভয় হ'চ্ছে রাজা !

বলি । কোন ভয় নাই পিতামহ ! এ যদি মত্ততা হয় এ বড়
 মধুর মত্ততা ; এ যদি আসক্তি হয়, এই আসক্তিই নিবৃত্তির সোপান ;
 এ যদি দর্প হয়, তা হ'লে এ দর্প চূর্ণ করতে সেই দর্পহারীকে
 অবতীর্ণ হতে হবে ।

প্রহ্লাদ । না বলি ! এর পরিণাম আমার বেশ শুভ বলে বোধ

হ'চ্ছে না ভাই ! তোমার মুখ দেখে আমার বুক কেঁপে উঠছে ! তোমার এই অস্বাভাবিক দানে আমার প্রাণে প্রকল্পতা আসছে না, অজ্ঞাত অশুভ কল্পনার তাকে কাঁদিয়ে দিচ্ছে ! এতটা যে ষট্বে, তা আমি ভাবতে পারি নাই, তা হ'লে যজ্ঞে ব্রতী হবার পূর্বেই তোমায় বাধা দিতাম । এখনও সাবধান হও, এ পথ হ'তে ফের—এ যজ্ঞের এই-খানেই শেষ কর ।

বলি । আর তা হয় না পিতামহ ! বহুদূরে এসে পড়েছি ।

শশব্যস্ত শুক্রাচার্যের প্রবেশ ।

শুক্রাচার্য । বলি—বলি ! একটা বড় গুরুতর সংবাদ নিয়ে আসছি ।

বলি । কি সংবাদ গুরুদেব ?

শুক্রাচার্য । দেবমাতা অদिति গর্ভবতী ; আর প্রসবকাল উত্তীর্ণ, তবু সে প্রসব হ'তে পারছে না । কারণ জানলুম, তার গর্ভস্থ সন্তানের ভার পৃথিবী সহ করতে পারবে না, প্রসবের সঙ্গে সঙ্গেই প্রলয় হবে । তবে সন্তান ভূমিষ্ট হবার সময় যদি কেউ পৃথিবীর ভার ধারণ করতে পারে, তা হ'লে আর কোনো আশঙ্ক নাই ; তাই অদिति লোক খুঁজছে । স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল সকল স্থান অহুসন্ধান করেছে, কিন্তু এ অসম-সাহসিকতায় হাত দিতে কেউ স্বীকার করে নাই ; এইবার সে তোমার কাছে আসছে । তোমার শক্তি আছে, কিন্তু সাবধান ! কদাচ তাকে এ ভিক্ষা দিও না । সর্বনাশ হবে—দৈত্যবংশ ছারখার যাবে । [প্রস্থানোচ্চত]

বলি । গুরু !

শুক্রাচার্য । [ফিরিয়া] সাবধান ! [পুনঃ প্রস্থানোচ্চত]

বলি । আমি যে দান-ব্রতে ব্রতী গুরু !

শুক্রাচার্য । তবু সাবধান !

[প্রস্থান ।

প্রহ্লাদ । বলি ! বলি ! বুঝতে তো পার্ছো ভাই ! এখনও নিরস্ত হও ।

বলি । তা হয় না পিতামহ ? আমার দান-যজ্ঞ অসম্পূর্ণ রাখতে পারবো না । আমার পার্থিব স্বার্থের দিকে চেয়ে অমঙ্গলের আশঙ্কা ক'রে প্রার্থীকে বিমুখ করতে পারবো না । এস প্রার্থী,—এস দানপ্রত্যাশী ! বলির দান গ্রহণ ক'রে তাকে ধন্য কর ।

অদিতির প্রবেশ ।

অদिति । তোমার জয় হোক বৎস বলি !

বলি । অযাচিত মাতৃ-আশীর্বাদ মাথা পেতে গ্রহণ করলাম মা !

অদिति । সন্তানের মত গ্রহণ করলে বটে, কিন্তু আজিকার এ আশীর্বাদটা ঠিক মাতৃ-আশীর্বাদের মত নয় বাবা ! আজ এ একটা বিনিময় চায় ।

বলি । বিনিময় ? না মা, সন্তানের কাছে মায়ের প্রার্থনা যে বিনিময় নয়, সেও একপ্রকার অহুগ্রহ,—সকলের ভাগ্যে তা ঘটে না ।

অদिति । বলি ! তুমি দিতিবংশধর, না তোমার উৎপত্তি আমারই মর্শ্বের রক্তবিন্দু হ'তে ?

বলি । না মা, আমি দিতিবংশধর, তুমি আমার বিমাতা । তা যদি না হবে, তবে আমি বর্তমান থাকতে আমার মা একটু সাহায্য ভিক্ষার জন্ত জগতের দ্বারস্থ কেন ? বিমাতা আবার কিসে দেখায় মা ?

অদिति । পাগল ছেলে ! আমি কি সেই জন্ত আসি নাই ? না বাবা ! আমি আসি নাই—আমার প্রার্থনাটা বড়ই সমস্তার কি না ! তুমি কল্পতরু—দান-ব্রতে ব্রতী ; তাই ভয় হ'লো, যদি পূর্ণ করতে না পার, তোমার ব্রতভঙ্গ হবে যে বাবা !

বলি । ক্রমা কর মা ! অভিমানে আমি অন্ধ হ'য়ে পড়েছিলাম ।
যাও মা, আশ্রমে যাও—নিশ্চিত হ'য়ে যাও,—আমি ধরা-ধারণের—

লক্ষ্মীর প্রবেশ ।

লক্ষ্মী । ভার নিয়ে না বলি !

বলি । কেন মা ?

লক্ষ্মী । এর ভিতর ভীষণ রহস্য !

বলি । ভিতরে যা আছে—আছে, অত দেখবার কি দরকার মা ?

লক্ষ্মী । কি বল্ছো তুমি পাগলের মত নিজের সর্বনাশের দিকে
লক্ষ্য না ক'রে ?

বলি । তা ব'লে আমি ব্রতভঙ্গ করবো মা ? তুমি কি বল্ছো
পাগলিনীর মত ?

লক্ষ্মী । আমি যা বল্ছি, ঠিক বল্ছি ; দৈত্যবংশের মঙ্গলের জন্ত
বল্ছি—ঠিক মায়ের মতই বল্ছি ।

বলি । মায়ের মত যে বল্ছো, এটা ঠিক ; তবে কি না, ওটা
তোমার সাধারণের মায়ের মত বলা হ'চ্ছে, ঠিক বলির মায়ের মত
বলা হয় নাই ।

লক্ষ্মী । বুঝেছি বলি ! এ আমার অরণ্যে রোদন । তোমায় বড়
ভালবাসি, তাই আমার এত ব্যাকুলতা । শেষ কথা ব'লে যাই, তারপর
যা কর্তব্য হয় কর । বলি ! তোমার দর্প চূর্ণ করতে, দর্পহারী নারায়ণ
অংশরূপে এই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন । [প্রস্থানোচ্চোগ]

অদিতি । মা ! মা ! এ কি সত্য ?

লক্ষ্মী । তা নইলে পৃথিবী কাঁপে আর কার ভার নিতে মা ?

[প্রস্থান ।

অদिति। বলির দৰ্প চূর্ণ করতে আমার গর্ভে নারায়ণ ? পুত্রের সৰ্বনাশ করতে মাধের আশ্রয়ে কাল ? বলি ! বলি ! এ কথা আমি স্বপ্নেও জানতুম না বাবা !

বলি। জান্লেই বা কি করতে মা ?

অদिति। কি করতুম ? একপভাবে পৃথিবী ভ্রমণ করতুম না, নিজেই এর একটা বিহিত করতুম ; আর করবোও তাই। বলি ! আর তোমায় পৃথিবীর ভার ধরতে হবে না বাবা ! আর আমি ও পথে যাবো না—মা হ'য়ে এ কলঙ্ক নেবো না—পুত্রের জন্ত পুত্রঘাতিনী হবো না।

বলি। কি করবে মা ? গর্ভস্থ শিশুকে নষ্ট করবে ?

অদिति। না বাবা ! নারায়ণ না হ'লেও তোরা আমার যে বস্তু, সেও যে তাই ! নষ্ট করতে পারবো না, তবে একটা কাজ করতে পারবো। আমি পরম যোগী কশ্যপের সহধর্মিণী, তাঁর চরণ সেবা ক'রে আমার দেহেও কিছু কিছু যোগশক্তির সঞ্চার হয়েছে ; আমি সেই বলে গর্ভস্থ শিশুকে আজীবন এই ভাবেই রেখে দেবো, আর তাকে এ জন্মে ভূমিষ্ট হ'তে দেবো না। [প্রস্থানোচ্চোগ]

অনুহাদের প্রবেশ ।

অনুহাদ। তোমার গর্ভে নারায়ণ আছে না দেবমাতা ? আম একবার নারায়ণ দেখবো—[অদিতির উদরে পদাঘাত] কৈ নারায়ণ—[পদাঘাত] কোথা নারায়ণ ?

প্রহ্লাদ। দাদা ! দাদা ! অনুহাদকে ধরিয়া ফেলিলেন ।

অদिति। ওঃ ! [মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন ।]

[বলি ক্ষিপ্রহস্তে অদিতিকে ধরিয়া শুক্রঘায় প্রবৃত্ত হইলেন ।]

পরিচারিকাসহ দ্রুতপদে বিদ্যার প্রবেশ ।

বিদ্যা । মা ! মা ! কি সর্বনাশ !

[বিদ্যা অদিতির মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন ও পরিচারিকাকে

জল আনিতে ইঙ্গিত করিলে পরিচারিকা দ্রুতপদে চলিয়া

গিয়া জল লইয়া আসিয়া বিদ্যার হাতে ভৃঙ্গার দিল ।

বলি । বিদ্যা ! জল দাও—[বিদ্যার হাত হইতে ভৃঙ্গার লইয়া
অদিতির মুখে চোখে জল ছিটাইতে লাগিলেন ।] বিদ্যা ! বাতাস কর
—বাতাস কর । [উভয়ে গুশ্রবা করিতে লাগিলেন ।]

বাণ । [রোধকষায়িত নেত্রে] জ্যেষ্ঠতাত !

বলি । [বাধা দিয়া] এখন সে সময় নয় বাণ ! এখন তোরা
সবাই মিলে আমার মায়ের গুশ্রবা কর—আমার মাকে বাঁচা—আমায়
এ কলঙ্ক হ'তে রক্ষা কর ।

অদিতি । [সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া] না বাবা ! আর আমার গুশ্রবা
করিতে হবে না, আমি সুস্থ হয়েছি । আমার কি হয়েছিল—তোরা
সবাই মিলে আমায় ঘিরে ব'সে মরা-কান্না কাঁদাছিস্ ? এ রকম আমার
হ'য়ে থাকে । এ কে ? বোমা ! আমার জন্ম ভূমিও এখানে এসেছ
মা ! ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ ! যাও মা, অন্তঃপুরে যাও । বলি ! মাথা হেঁট
ক'রে কেন বাবা ? কলঙ্কের ভয়ে ? কলঙ্ক কিসের ? ওরে, মায়ের
বুকে লাথি মারা ছেলের স্বভাবসিদ্ধ ; জগতগুহ এক হ'লেও মা কখনও
ছেলের কলঙ্ক দেখে না ; বরং যে ছেলে যত দূরন্ত, মায়ের তার উপর
তত টান । বলি ! চল্লুম বাবা ! বেঁচে থাক, সৃষ্টির ললাটে তোমার
নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাক । অমৃত্যু ! বাবা ! এর জন্ম ভূমি
কিছুমাত্র অমৃত্যু ক'রো না, তোমার মঙ্গল হোক । [প্রস্থানোচ্চোগ]

বিদ্যা । কোথা যাবে মা ? অন্তঃপুরে চল, তোমার গুণধা করে আমার আশা মেটে নাই ।

অদিতি । খুব হয়েছে মা ! খুব হয়েছে ; তুমি মা আমার সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী । তোমার পুত্র দীর্ঘজীবী হোক, তোমার সিঁথির সিন্দূর অক্ষয় হোক । যাও মা ! আমি আর অন্তঃপুরে যাবো না, আমার শরীর বড় অবসন্ন ।

বলি । বাণ ! শীঘ্র রথ প্রস্তুত করে দাও গে । রাণী ! তুমি মায়ের সঙ্গে আশ্রম পর্য্যন্ত যাও ।

[অদিতিসহ বাণ, বিদ্যা ও পরিচারিকার প্রস্থান ।

বলি । [অনুহাদের প্রতি] পিতামহ ! আমার দুর্ভাগ্য যে এখনও আপনাকে পিতামহ বলে সম্বোধন করতে হ'চ্ছে ।

অনুহাদ । না কম্বলেই তো পার !

বলি । যাক্, আজ আপনাকে রাজদণ্ড নিতে হবে !

অনুহাদ । কি অপরাধে আমায় রাজদণ্ড নিতে হবে রাজা ?

বলি । কি অপরাধে ? আশ্চর্য্য !

অনুহাদ । তাতে আর আশ্চর্য্য কি ? তুমি যেটায় অপরাধ বলে ভাবছো, আমি দেখছি আমার তাতে কোন অন্তায় নাই ।

বলি । পিতামহ ! আপনি অনেক পাপ করেছেন, কিন্তু তাতে আপনার ক্ষমতার তত পরিচয় নাই ; আপনার সেরা ক্ষমতা এই, অন্তায় ক'রেও নিজের মনকে স্তায় বলে বুদ্ধিয়ে ফেলতে পারেন ।

অনুহাদ । আমি কি অন্তায় করেছি রাজা ? নারায়ণ দর্শন করতে লোকে কত কি ক'রে, আমিও না হয় সেই রকম একটা করেছি— এই তো ?

বলি । নারায়ণ-দর্শন ?

অমুহূদ। হাঁ রাজা, নারায়ণ-দর্শন ! পিতৃহন্তার সাক্ষাৎ—আমার জন্মব্যাপী উদ্দেশ্য ।

বলি। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার তো অনেক পথ প'ড়ে রয়েছে, দেবমাতার প্রতি এ নিগ্রহ কেন ?

অমুহূদ। শুন্লাম, তার গর্ভে নারায়ণ আছে—তাই ।

বলি। তাই আপনি তাঁর গর্ভে পদাঘাত করলেন ? ওঃ, আপনার ধারণা—এই শৈশাচিক উপায়ে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করবেন ?

অমুহূদ। নিশ্চয় । জগতের কত মহাপুরুষ অসংখ্য উপায়ের আবিষ্কার করে চির-স্মরণীয় হ'য়ে গেছেন ; হিংসা হ'লো আমি কি সৃষ্টির কেউ নই ? তাই প্রতিহিংসার প্রস্তুত দিয়ে প্রতিজ্ঞাব গাঁথনি ক'রে শক্তির দক্ষতায় এই অভিনব পথের আবিষ্কার করেছি তোমার ঐ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারেরই জন্ত—নিজের একটি কল্পাস্ত্রহায়ী কীর্তি রাখ'বার জন্ত ।

বলি। এই পথে ব্রহ্মসাক্ষাৎ ? এ বিশ্বাস আপনাকে কে দিলে পিতামহ ?

অমুহূদ। আমার পিতা দিয়ে গেছেন, আর কে দেবেন ! কার কথাই বা আমি নিই ? বলি ! স্তম্ভমধ্যে নারায়ণ আছে শুনে আমার পিতা মুষ্ঠ্যাঘাত করেছিলেন, তদগোঁই নারায়ণের আবির্ভাব হ'য়েছিল ; আর গর্ভমধ্যে নারায়ণ আছে জেনে তার পুত্র পদাঘাত করলে, নারায়ণ থাকলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে বেরিয়ে আসতে হ'তো না ?

বলি। ও—বুঝেছি পিতামহ ! আপনার নারায়ণ দর্শনের বড় সাধ, বড় আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু দেখ'ছি—সে সাধ আপনার ইহলোকে পূর্ণ হবার নয়, আপনাকে পরলোক যেতে হবে । লোকে পুত্র পৌত্রের কামনা করে সেই দুর্গম পথে সাহায্য করবার জন্ত ; আমি আপনাকে পরলোকে পাঠাবো পিতামহ ! মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত হোন্ ।

চতুর্থ দৃশ্য ।]

বামনাবতার

অনুহাদ । হিরণ্যকশিপুৰ পুত্র মৃত্যুর জ্ঞাত কখনও অপ্রস্তুত নয় ।
এই আমি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছি, যা করবে কর ।

বলি । উত্তম ! [ভল্ল ধরিলেন ।]

প্রহ্লাদ । বলি ! বলি !

অনুহাদ । প্রহ্লাদ ! আমি আমার মৃত্যু-দণ্ডে বিন্দুমাত্র কাতর নই ;
কিন্তু তুমি হিরণ্যকশিপুৰ পুত্র—আমার ভাই, তুমি একটা অপগণ্ড
বালকের সম্মুখে আমারই প্রাণভিক্ষার জ্ঞাত কাতরতা জানাচ্ছ, এ দৃশ্য
আমি দেখতে পারছি না ভাই !

প্রহ্লাদ । দাদা !

অনুহাদ । চূপ্ ! সৃষ্টির ওলোট-পালোটে আমার কিছু করতে পারে
না, কেবল তোমার ছল্ছল একটা দৃষ্টিতে আমায় টলিয়ে দেয় ; তুমি
স্থির হও । এস বলি ! এই আমি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি, যা
করবে কর ।

বলি । পিতামহ ! আমার হাতে আপনার এ দশা, এ আশ্চর্য্য—
প্রকৃতির সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ—এ কারও কল্পনায় আসে না ; কিন্তু কি
করবো—উপায় নাই ! এর পর আপনার স্মৃতি-ছবির পদতলে ছ'বেলা
অশ্রুতে পূজা করো । এখন এই কর্তব্য—[ভল্লনিক্ষেপে উত্তত]

দ্রুতপদে ভয়ত্রাস্তা পৃথিবীর প্রবেশ ।

পৃথিবী । রক্ষা কর রাজা ! রক্ষা কর ! অদ্বিতীয় প্রসবকাল
উপস্থিত । আমি পৃথিবী—বড় বিপন্ন, আমার রক্ষা কর !

বলি । প্রসবকাল উপস্থিত ?

পৃথিবী । হাঁ রাজা ! আমারই জ্ঞাত সে এতদিন গর্ভস্থ শিশুকে
ভূমিষ্ট হ'তে দেয় নাই—যোগবলে ধারণ করে রেখেছিল, কিন্তু পদাহতা

হ'য়ে আর তার সে শক্তি নাই । রক্ষা কর রাজা ! রক্ষা কর আমায়,-
নতুবা প্রলয় হয় ।

বলি । নির্ভয় ! আমি তোমায় ধরুবো পৃথিবী ! আমার শক্তিতে
নয়, সেই সর্বশক্তিমানের ইচ্ছায় তুমি অনন্তমনে তাঁর ধ্যান কর ।
পিতামহ ! আমরা আত্মনির্ভরশীল দৈত্যজাতি—নিরস্ত্র শত্রুর হাতে অস্ত্র
দিয়ে বৃদ্ধ করি, আর আমারই জন্ত ভুভারহারী ভূতলে নাম্‌ছেন, তাঁর
একটা বাধা সরিয়ে দেবো না ? যাও পৃথিবী ! আমার এই উত্তম অস্ত্র
আজ তোমার রক্ষার্থে ই নিয়োজিত হোক । [ভল্লত্যাগ]

[শরাগ্রভাগে পৃথিবী শূন্যে উঠিতেছিল ; অন্তরীক্ষ হইতে

সত্ত প্রসূত শিশুকোণে মায়ার আবির্ভাব । শূন্যে

দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতেছিল ।]

মায়া । ধর পৃথিবী ! আজ তোমায় এক অমল্য রত্ন উপহার দিলাম ।
[পৃথিবীর ক্রোড়ে শিশুকে অর্পণ ।]

নেপথ্যে বিশ্ববাসী গাহিল ।

বিশ্ববাসী ।—

গীত ।

তব চরণ প্রাস্তে ত্রিবেণী তীর্থ মুক্ত জগৎ করিয়া স্থান ।

অমৃত তব-নাম অনন্ত সে অমর যে করেছে পান ॥

বক্ষে তোমার অগতলক্ষ্য পরমা প্রকৃতি হ্লাদিনী,

বাহতে শক্তি, কণ্ঠে বেদ, রসনার বীণাবাদিনী,

বদনে বিশ্ব, নাসায় বায়ু, অধরে তৃপ্তি ললাটে আয়ুঃ,

চক্ষে তোমার চক্রে সূর্য্য, শান্তি তোমাতে হে ভগবান !

[নিষ্ক্রান্ত ।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

গ্রাম্য পথ।

নারদ গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল।

নারদ।—

গীত।

চল বামন-রূপ দর্শনে।

চল চঞ্চলপদে চরণপ্রান্তে চিত্ত-তুলসী বধনে ॥

হৃদয়ের প্রতি পরতে পরতে প্রীতির পুষ্প ফুটায় নাও,

তৃষিত মরুভূ-শুষ্ক নয়নে জারুবিবেগে ছুটায় নাও—

ধর করে সেবা-চন্দন, বল জয় জগবন্দন,

চল অনিত্য বিন্মরি চিদানন্দ চিত্তাকর্ষণে ॥

[প্রস্থান

ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ।

কয়েকজন ব্রাহ্মণ। চল—চল, বেলা হ'য়ে গেল অনেক, চল—চল!

অপর ব্যক্তি! একটু আশ্তে চল না ভাই, আমিও তো যাবো!

[ধোঁড়াইতে খোঁড়াইতে যাইতেছিল।]

অন্য ব্যক্তি! [তোতলার স্বরে] তা—তা—ই—ই—বটে! এ—
এ—এ ত তা—তা—ড়া—তাড়িটা কেন হে? নে—নে—মন—তন্ন
তো—তো—মার গি—গি—ইয়ে পা—পা—পালিয়ে যাচ্ছে না!

সকলে । চল—চল !

[দানসামগ্রী তৈজসাদি মোট মস্তকে হাঁপাইতে হাঁপাইতে খেতাজ

শর্মা উপস্থিত হইল । ব্রাহ্মণগণ তাহাকে কাতর দেখিয়া

তাহার মোট নামাইয়া লইল, খেতাজ বসিয়া পড়িল ;

ব্রাহ্মণগণ তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল ।]

খেতাজ । [একটু স্তম্ভ হইয়া] তোমরা দেশভুক্ত লোক এ ভর দুপুরে কোথায় ছুটোছুটি করছো হে ? ব্যাপার কি ?

১ম ব্রাহ্মণ । আরে বাঃ ! শোন নাই ? কশ্যপের ছেলের উপনয়ন, আমরা নিমন্ত্রণ খেতে যাচ্ছি হে !

খেতাজ । এঁ্যা—বল কি ? উপনয়ন ! নিমন্ত্রণ ! [উঠিয়া দাঁড়াইল]

২য় ব্রাহ্মণ । কেন, তোমার নিমন্ত্রণ হয় নাই বুঝি ?

খেতাজ । একশোবার হয়েছে ; কশ্যপের ছেলের উপনয়ন যখন, তখন আমার নিমন্ত্রণ হ'য়েইছে । তার সঙ্গে আমার চিরকালে আলাপ, ও না হ'লেও হয়েছে ।

১ম ব্রাহ্মণ । না হ'লেও হয়েছে, কি রকম ?

খেতাজ । কি রকম নয় ? লোকমাত্রেই ভুল-চুক আছে ; তা ব'লে সে আমার বন্ধু লোক, আমি সেইটে ধ'রে ব'সে থাকবো ? নিজে হ'তে গিয়ে তার ভুলটা সংশোধন ক'রে দেবো না ? তবে আর মানুষ কি ?

২য় ব্রাহ্মণ । কশ্যপের সঙ্গে তোমার এতটা বন্ধুত্ব কিসে হ'লো হে ?

খেতাজ । ওহে, হয়েছে—হয়েছে ; সে অনেক কথা—অনেক কথা !

১ম ব্রাহ্মণ । একটু আভাসেই বল না !

খেতাজ । বলবো—চল—চল ; কিসে বন্ধুত্ব হ'লো ? চল—চল—

২য় ব্রাহ্মণ । বলই না হে !

খেতাজ ! কিসে বন্ধুত্ব হ'লো—বলবো ? চল—চল, বেলা হয়েছে ।

১ম ব্রাহ্মণ । এমন কিছু বেলা হয় নাই, বলই না ?

খেতাজ । কিসে বন্ধুত্ব হ'লো—এঁয়া ?

২য় ব্রাহ্মণ । হাঁ—হাঁ, বল না !

খেতাজ । এঃ, তুমি তো বড় ছেঁড়া লোক দেখছি হে ! কথার জের্ মায়তে চাও না । আমি বিনা নিমন্ত্রণেও যেতে রাজী ; তোমার আর কোন কথা আছে ?

২য় ব্রাহ্মণ । না—না, চট কেন ? তাই বলছিলাম ; তবে—

খেতাজ । তবে ? তবে আবার কি ?

১ম ব্রাহ্মণ । তবে শুন্ছি না কি, এই উপনয়নে দেবতারা গুরু আসবে ।

খেতাজ । এঁয়া—বল কি ? দেবতা !

১ম ব্রাহ্মণ । দেবতার নাম শুনে তুমি অমন আঁৎকে উঠলে কেন হে ?

খেতাজ । তাই তো হে, তোমার কথা শুনে যে আমার পেটের ভেতর হাত পা সঁধিয়ে গেল হে ! শুনেছি দেবতাদের না কি কারও চার্মটে মুখ, কারও পাঁচটা, কারও ছ'টা ; কারও চার্মটে হাত, কেউ দশভূজা, আবার কারও বা হাজার চোখ । তবেই বল দেখি, কি খাওয়ায় কি ছাঁদ-বাঁধায়, কি অল্প বাবস্থায় আমরা কি তাদের কাছে পাত্তা পাবো ?

২য় ব্রাহ্মণ । তবে আর না গেলেই তো হ'তো !

খেতাজ ! না—নিমন্ত্রণটা তো রাখতে হবে ? বিশেষতঃ বন্ধুর ঘরে । চল—গুরু আছেন । ওরে লাল !

১ম ব্রাহ্মণ । লালের জন্ত ভাবতে হবে না ; সে এতক্ষণ সেখানে গিয়ে হাজির । সে তোমার পুত্র হ'লেএ তোমায় ছাপিয়ে উঠেছে ।

খেতাজ । তা উঠবে বৈ কি ! তা উঠবে বৈ কি ! তার বাবা খেতাজ, তার মা কালিন্দী, সে হ'লো কি না লাল ; তার তো ভুঁইফোড় হবারই কথা ! চল—চল—শ্রীহরি দুর্গা ! গমনে গজেন্দ্রশৈব !

ব্রাহ্মণগণ । চল—চল, শুভস্য শীঘ্রং ।

[শ্বেতাজ ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

শ্বেতাজ । [উচ্চৈঃস্বরে] লাল ! ওরে লাল ! লাল রে ! আঃ, বেটার ছেলে যেন মাটি মাড়িয়ে আসছে ।

মোট মস্তকে লালের প্রবেশ ।

লাল । [মাথার মোট সজোরে ফেলিয়া দিয়া] আর আমি পায়ুবো না বাবা ! এই তোমার সব রইলো ।

শ্বেতাজ ! ওঃ ! বেটা আমার রাজপুত্রুর গো ! এই ক' পা এসে আর পায়ুবো না ! নে—নে—তোল্ !

লাল । দেখ না বাবা ! আমার পা ফুলে উঠেছে ।

শ্বেতাজ । আরে পা যায়, তোর কাঠের পা গড়িয়ে দেবো, ভাবনা কি ?

লাল । কাঠের পা ? ওরে বাপ্ রে !

শ্বেতাজ । বেশ তো ! আর কাঁটা ফোটা কি ফোলবার ভয় থাকবে না । নাও বাবা লালমোহন, আর তেতো ক'রো না বাবা—তল্‌পী তোলো !

লাল । যে ভারি বাবা !

শ্বেতাজ । হাঙ্কা হ'য়ে যাবে বাবা—হাঙ্কা হ'য়ে যাবে ; চল—আমি মস্তুর বলতে বলতে যাবো ।

লাল । তুমি এত নিলে কেন বাবা ?

শ্বেতাজ । সাধ ক'রে কি নিলুম বাবা ? হাত-পাগুলি ছোট ছোট দেখলে কি হবে, উদরটা যে আসমুক্র বাবা ! আমাকেই ভরাতে হবে তো ?

লাল । যাও - যাও, আর তোমায় ভরাতে হবে না ।

শ্বেতাজ । কেন সোনার চাঁদ ! ডানা গজিয়েছে না কি ? বাবাকে তেজ্যপুত্রুর কচ্ছো ?

লাল । করবো না ? এমন কথা বল, উদর আপমুদুর ?

শ্বেতাক্ষ । [করঘোড়ে] ঝক্কারি করেছি বাবা ! রাগ করতে আছে কি ? হিঃ ! তুমি হ'চ্ছে আমার লালমোহন, তোমার মায়ের তুমি রসগোল্লা, তোমার দেখলে জগতের চক্ষু ছানাবড়া ! আহা-বাছা রে ! তোমায় আমি কি ভালোই না বাসি !

লাল । ভালবাস আর ঘাই কর, আমায় আর মোট বওয়াতে পারছে না ; আমি কাঁচা ছেলে নই ।

শ্বেতাক্ষ । আহা-হা, তা আর জানি না রে মানিক ! তোমার মা পাকা পাকা ফল দিয়ে পকেশ্বর শিবের পূজা করেছিল, তাই অমন বুনো ফলটা তার কোলে উঠেচে ; তোমায় আমি কাঁচা বলতে পারি ? তোমার কাছে আমার বাবা পর্যন্ত নাবালক । নাও বাবা পাকারাম ! বেলা হ'চ্ছে, আবার কশুপের বাড়ী যেতে হবে ; আর ফাঁকা কথা ভাল লাগে না ।

লাল ! তবে এক কাজ করি এস না বাবা ! আমি মোট মাথায় করি, তুমি আমার কাঁধে কর ; আমার পাটাও আড়ষ্ট হয়েছে—বজায় থাকবে, জিনিষগুলোও বাড়ী পৌঁছুবে !

শ্বেতাক্ষ । আহা-হা, কি বুদ্ধি ! বৃহস্পতি শাপত্রষ্ট হ'য়ে আমার বাড়ীতে জন্মেছেন দেখছি—বাঁচলে হয় !

লাল । সে জন্ত ভেবো না বাবা ! মা বলেছে—আমার লক্ষ বছর পরমায়ু হবে ।

শ্বেতাক্ষ । তা হবে বৈ কি ! তুমি থাকতে থাকতেই তো কলি পড়তে হবে !

লাল । দেখ বাবা—

শ্বেতাক্ষ । দোহাই বাবা ! আর বকিরো না, আমার মাথা গরম-

স্বামনাবতার

[তৃতীয় অঙ্ক ।

হ'য়ে আসছে । এ রকম কন্মলে কি চলে বাবা ! স্বরকন্মা করতে হবে,
আজ বাদে কাল বিয়ে হবে —টুকটুকে বো আসবে—

লাল । এ্যা—বো আসবে ? এ্যা ?

স্বৈতাজ । [লালের মাথায় মোট তুলিয়া দিতে দিতে] হাঁ রে বাবা,
টুকটুকে বো ; চল—বাড়ী গিয়েই বিষের যোগাড় করছি ।

লাল । এ্যা ! টুকটুকে বো আসবে ? হিঃ হিঃ-হিঃ, দেখ বাবা !
আমার পা সেবে গেছে, আমি এইবার একছুটে বাড়ী যাবো ।

[মোট লইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল ।

স্বৈতাজ । তা যাবে বৈ কি বাবা, ওষুধ পড়েছে যে !

[নিষ্ক্রান্ত ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

নদী-সন্নিকটস্থ প্রাস্তর ।

উত্তেজনায় ক্ষিপ্তপ্রায় অনুহাদ একদৃষ্টে শূণ্যপানে

চাহিয়া ছুটিয়া আসিতেছিলেন, প্রহ্লাদ

তাঁহাকে ধরিয়াছিলেন ।

অনুহাদ । ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও, আমি আমার নারায়ণকে
পেয়েছি ।

প্রহ্লাদ । নারায়ণকে পেয়েছ ? কৈ—কৈ তোমার নারায়ণ দাদা ?

অনুহাদ । ঐ যে—ঐ নীল আকাশের কোলে গা ঢেলে শুয়ে রয়েছে,

ঐ আবার কালো মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো ! না—না, ঐ

দ্বিতীয় দৃশ্য ।]

বামনাবতার

যে সাদা মেঘগুলো হাতে ক'রে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ! দাও—দাও,
অস্ত্র দাও—অস্ত্র দাও !

প্রহ্লাদ । কৈ, আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না ?

অনুহ্লাদ । আরে তুমি দেখবে কি ? তোমার কি সে চক্ষু আছে ?
দাও—অস্ত্র দাও, ওর মুণ্ড দু'ফাঁক ক'রে তোমার চোখ ফুটিয়ে দিই ।

প্রহ্লাদ । দাদা ! প্রলাপ দেখছে ?

অনুহ্লাদ । প্রলাপ ! তাই না কি ? কৈ, আর ওখানে নাই তো !
কি হ'লো ? আরে, এই যে এখানে—গাছের উপর ! বাঃ—প্রতি
পাতায় পাতায় ফিরছে, প্রতি ফুলে ফুলে লম্পট ভ্রমরের মত ঘুরছে,
প্রতি ফলে ফলে আতুরে ছেলের মত দোল খাচ্ছে ! অস্ত্রটা দাও প্রহ্লাদ !
দেবে না ? আমি এই পাথর ছুঁড়েই ওর হাড় চুরমার করবো । [প্রস্তর
নিষ্ক্ষেপোত্তোগ] .

প্রহ্লাদ । [বাধা দিয়া] কর কি—কর কি দাদা !

অনুহ্লাদ । বাঃ—স'রে পড়েছে ; সরতেই হবে যে ! হিরণ্যকশিপুর
পুত্র আমি । আচ্ছা, কতদিন এ লুকোচুরি চলে দেখবো ! ও কি !
নদীর জলে ও আবার কি ? সেই নয় ? সেই তো বটে ! সেই তীব্র
চাহনি, সেই বিজ্রপের অটুহাসি, সেই লক্-লক্ জিহ্বা ! পেয়েছি—
আর যায় কোথা ! ধরবো—ধরবো নদীর জল গণ্ডুষে শোষণ ক'রে
ওকে ধরবো । [প্রস্থানোত্তোগ]

প্রহ্লাদ । মিছে ছুটুছো দাদা ! ওকে ধরতে পারবে না । দেখাছো
তো, ও এই আছে, এই নাই ! ওকে তুমি ধরবে কি ক'রে ?

অনুহ্লাদ । প্রহ্লাদ ! প্রহ্লাদ ! করেছ কি ভাই ! তাড়িয়ে দাও
—তাড়িয়ে দাও, তোমার মধ্যেও যে তাকে দেখাছি ! তাড়িয়ে দাও,
নইলে এখনই ওর জন্তে আমি ব্রাতৃহত্যা ক'রে বসবো ।

প্রহ্লাদ । আমার মধ্যে দেখ্‌ছো, আর তোমার মধ্যেও কি সে নাই দাদা ?

অনুহাদ । আমার মধ্যে ? এঁা—বল কি ? কৈ—কোন্‌খানে ? ঐ না কি ? ঐ কে আমার হৃদয়ের মাঝখানে বসে রয়েছে নয় ? ঐ যে কে আমার নখগ্র রক্তশোভের উপর আনন্দে সঁতার কাট্‌ছে নয় ? বাঃ—এ যে ব্যাবের ঘরে হরিণের বাসা ! এইবার ঠিক হয়েছে ! শিকার ঘরে, আর আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি কোথায় ! দাও তো প্রহ্লাদ অস্ত্রটা ! চুপে চুপে দাও, শুন্‌তে পেলো পালাবে। দাও অস্ত্র, আমার হৃদয়ের মূল উৎপাটিত ক'রে ওর আসন ঘুচিয়ে দিই—নিজের রক্ত নিজে পান ক'রে ওকে নিশ্বেজ ক'রে ফেলি। দাও—দাও !

প্রহ্লাদ । দাদা ! অনেক দূর অগ্রসর হয়েছ, আর—

অনুহাদ । ঐ যা—স'রে পড়লো ! কি আর বলবো ভাইকে ! সব গোল ক'রে দিলে । কি বল্‌ছিলে, বল !

প্রহ্লাদ । বল্‌ছিলাম কি, অনেকদূর অগ্রসর হয়েছ ; আকাশের সাদা কালো মেঘের উপর তাকে দেখ্‌ছো, গাছের পত্র পুষ্প ফলে তাকে দেখ্‌ছো, নদীর জলে দেখ্‌ছো, আমার মধ্যে দেখ্‌ছো, তোমার মধ্যে দেখ্‌ছো, সর্ব্‌ভূতে সমানভাবে তাকে দেখ্‌ছো ! সবই তো ঠিক হয়েছে, আর একটু বাকি রাখ কেন দাদা ? তা হ'লেই তো তার ধরা পাও !

অনুহাদ । বাকিটা কি ?

প্রহ্লাদ । হিংসার দেখা ছেড়ে দিয়ে ঐরূপ প্রীতির চক্ষে দেখ না !

অনুহাদ । না—না—না ! হিংসার পরসে জন্মেছি, হিংসা নিয়েই মরবো ; হিংসাতেই তাকে দেখ্‌ছি, হিংসাতেই ধরবো ; এতেই যখন এতটা এসেছি, বাকিটুকু আর এতেই হবে না ?

প্রহ্লাদ । না দাদা ! তা হয় না ; শেষটার আলিঙ্গন চাই ।

অনুহাদ । না হয়, আমার জীবনের খানিকটা অংশ বাকি থেকেই যাবে ; তবু আমি হিরণ্যকশিপুর পুত্র, ও তোষামোদের অভিনয় করবো না ভাই ! আমি আমার পিতৃহস্তাকে চাই,—তার রূপ দেখতে নয়, তাকে পূজা করতে নয় ; আমার পিতার নাড়ীগুলো যেমন নখে চিরে বের করেছিল, সেইরকম একটা কিছু করতে ! যাবে কোথা ! তুমি যে দিকে যাচ্ছ ভাই, আর আমার পিছু নিয়ে না ; আমি এই ভাবেই বাকিটুকু পূরণ ক'রে নেবো । আমি ধরবো—তাকে ধরবো !

[উদ্ভ্রান্তভাবে প্রস্থান ।

প্রহ্লাদ । তাই তো, আমি কোন্ দিকে যাচ্ছি ? দাদার মস্তিষ্ক বিকৃতি, তাতে আমার মন টলে কেন ? আমার চোখে জল আসে কেন ? আমি যে পিতার মৃত্যু দাঁড়িয়ে দেখেছি, হাসতে হাসতে নারায়ণের স্তব করেছি ; কৈ, জল তো আসে নাই, প্রাণ তো টলে নাই ! তবে আজ আমার একি হ'লো ? ও—বুঝেছি, পরকে দিক্ দেখাতে গিয়ে নিজের দিক্ হারিয়ে ব'সে আছি । যাক্—যে যায় যাক্, আমি কেন এ গণ্ডীর মধ্যে পড়ি ? দূর হও মায়া ! আমি প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদই থাকবো । নারায়ণ ! নারায়ণ ! [প্রস্থান ।

উপেন্দ্রের প্রবেশ ।

উপেন্দ্র । কে—ডাকে ? আমায় কে ডাকে ? কে যেন আমার ডাকলে না ? কৈ—কেউ তো এখানে নেই !

অনুহাদের পুনঃ প্রবেশ ।

অনুহাদ । আশা পূর্ণ হ'লো না ; দেখছি, আর একটা জন্ম যুলতে হবে । এখন এ দেহটার যত শীঘ্র পাত হয়, ততই ভাল ; আবার

যুবার উত্তমে কৰ্মক্ষেত্রে দাঁড়াতে পাই। নারায়ণ! অনেক কল্পাম, তোমায় পেলাম না; কিন্তু মনে ক'রো না, আমার এ জন্মটা ব্যর্থ গেল ব'লে আমি বুকভাঙ্গা! এই আশা নিয়ে মরবো—এই আশা নিয়ে আবার জন্মাবো—এই আশা নিয়ে আবার সিংহবিক্রমে তোমার অনুসরণ কল্পবো,—তোমায় নিশ্চিত হতে দেবো না। যদি পাই—যদি পাই, আর পাবোই না বা কেন? তুমিই আমার একমাত্র লক্ষ্য—একমাত্র চিন্তা; তুমিই আমার আসা যাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য। পাবো না কেন? এও তো একটা সাধনা!

উপেন্দ্র। আপনি কি রাজপুরুষ।

অনুহাদ। [উদাসভাবে] কে?

উপেন্দ্র। আমায় এই নদীটা পার ক'রে দেবেন? আমি যজ্ঞ-দর্শনে যাচ্ছি। যদিও সামান্য নদী—সবাই হেঁটে পার হ'চ্ছে, কিন্তু আমার পক্ষে এ যে সমুদ্র বিশেষ।

অনুহাদ। একটু ঐ দিকে যাও, রাজার লোকজন আছে—পার ক'রে দেবে।

উপেন্দ্র। আপনি কি রাজার লোক নন?

অনুহাদ। আঃ, যা বলছি কর না; ওটুকু যেতে আর তোমার কি!

উপেন্দ্র। আপনাদের পক্ষে ঐটুকু, কিন্তু আমার পক্ষে ওটুকু এক বেলার পথ।

অনুহাদ। [তীর্থ্যকদৃষ্টিতে উপেন্দ্রের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া]
বামন-মূর্তি! তা কি বলছো?

উপেন্দ্র। আমায় দয়া করুন!

অনুহাদ। এই ম'রেছে! দেখ, দয়া-মায়া স্নেহ-মমতা শ্রদ্ধা-করণা

*ক্ষতি-মুক্তি অনেককে অনেক রকম বলতে শুনি, তাদের কথায় আমার হাসি আসে ; ও সব ছেড়ে দাও, যা বলবে খোলসা বল ।

উপেক্ষ । আমায় কোলে ক'রে এই নদীটা পার ক'রে দিন—
আপনার ধর্ম হবে ।

অনুহাদ । আবার এর ভিতরে ধাঁ ক'রে একটা ধর্ম এনে চোকালে ?
পার ক'রে দাও, —বাস, ফুরিয়ে গেল ! আমার ইচ্ছা হ'লো—দিলাম,
না ইচ্ছা হ'লো—না দিলাম ! এর ভিতর আবার ধর্মীধর্ম কি ?
কতকগুলো বাজে বক কেন বাপু ?

উপেক্ষ । আপনি কি ধর্মীধর্ম মানেন না ?

অনুহাদ । যাও —যাও —ওদিকে যাও, বকবার আমার সময় নাই ।

উপেক্ষ । কেন, আপনি কি বড় ব্যস্ত আছেন ?

অনুহাদ । হাঁ—আছি ।

উপেক্ষ । আপনার এত ব্যস্ততাটা কিসের-?

অনুহাদ । এই ভূমি যেমন নদীপারের জন্ত ব্যস্ত ।

উপেক্ষ । তা তো নয় ; আমি পরপারে যাবার জন্ত ব্যস্ত, আপনি
দেখছি এই পারেই থাকবার জন্ত ব্যস্ত ।

অনুহাদ । এঁ্যা—কি বললে ?

উপেক্ষ । না—আপনি বড় ব্যস্ত আছেন, আমি চল্লুম ।

অনুহাদ । আরে, শোনো—শোনো ; কি বললে, আবার বল দেখি ?
তোমার কথা আমি বেশ বুঝতে পারলাম না ।

উপেক্ষ । পারবেন না ; ভেবে ভেবে আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে ।

অনুহাদ । ভেবে ভেবে ? কৈ—আমি এত কি ভাবছি ?

উপেক্ষ । নারায়ণ !

অনুহাদ । তুমি কি ক'রে জানলে ? তুমি কি ক'রে জানলে ?

উপেক্ষ । আমি জ্যোতিষ জানি, লোকের ক্রকুঞ্চন দেখে মনের ভাব বলতে পারি ।

অনুহাদ । বলতে পার জ্যোতিষী ! এতদূর বললে যখন, আর একটা কথা বলতে পার ? আমি এ জন্মে তাকে পাবো কি না ?

উপেক্ষ । পাবেন বৈ কি ! আপনার এতটা লক্ষ্য বৃথায় বাবে ? এতটা উত্তম পণ্ডিত হবেন ? এতখানি একাগ্র সাধনা বিফল হবে ? তা হয় না । ভক্তিতেই হোক আর হিংসাতেই হোক, নারায়ণ যার ধ্যান, তার আবার নারায়ণ লাভের বাকি কি ? আপনার লক্ষণ দেখে বোধ হচ্ছে আপনি সিদ্ধ হয়েছেন । আপনি এই জন্মেই পাবেন—আজই পাবেন—এই মুহূর্তেই পাবেন ।

অনুহাদ । এস—এস, তুমি আমার কোলে এস—তুমি আমার কোলে এস । তোমার মুখখানি আমার বড় ভাল লেগেছে, তোমার কথাগুলি আমার বড় মিষ্টি লেগেছে, তোমার জ্যোতিষ আমার বেশ মনোমত হয়েছে ; এস—এন, তোমায় আমি সযত্নে পার ক'রে দিই ।

উপেক্ষ । দেখুন—

অনুহাদ । আর কথা ক'রো না, শীঘ্র এস । মরুভূমিতে এই প্রথম রস দেখা দিয়েছে বেনীক্ষণ টিকবে না ; এটা তোমারও একটা মাহেন্দ্র-ক্ষণ জেনো ।

[উপেক্ষকে বুকে লইয়া নদীতে অবতরণ করিলেন]

দৃশ্যাস্তর ।

নদীতীর ।

অস্তোন্মুখ সূর্য্য ধীরে ধীরে নদীগর্ভে বিলীন হইতেছিল ;
অনুহাদ অসহ ভার বোধে তীরে ফিরিয়া আসিয়া
উপেন্দ্রকে সজোরে ভূমে নিক্ষেপ করিলেন ।

অনুহাদ । বল, তুমি কে ?

উপেন্দ্র । সে আবার কি ?

অনুহাদ । বল, তুমি কে ?

উপেন্দ্র । আমি আবার কে ?

অনুহাদ । [অস্ত্র খুলিয়া] বল ছদ্মবেশী, তুমি কে ?

উপেন্দ্র । এ কি ! আমায় হত্যা করবেন না কি ? আমি কশ্যপের
পুত্র ।

অনুহাদ । কখনও না ; কশ্যপের পুত্রদের আমি আজীবনটা রণতলে
দেখে আস্ছি ; এক একটায় ধরেছি, আর নিমেষে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়েছি ।
কশ্যপের পুত্র এমন বিশ্বস্তর হ'তে পারে না ॥ বল, তুমি কে ?

উপেন্দ্র । দেখতেই তো পাচ্ছেন—আমি সামান্ত ব্রাহ্মণবালক ।

অনুহাদ । মিথ্যা কথা ! তুমি সামান্ত নও ; তা যদি হবে, তবে
অর্দ্ধহস্ত পরিমিত নদীর জল আজ কল্-কল্ ক'রে ফুলে আমার বৃকে
উঠে তোমার পা ধুইয়ে দিয়ে যায় কেন ?

উপেন্দ্র । তুল বলছেন আপনি ! নদী কখনও কারও পা ধুইয়ে
দিয়ে যায় ? কেন, আমার পায়ে আছে কি ?

অমুহূহাদ। আছে বৈ কি! আমায় কি অঙ্ক পেলে? আমি যে দেখেছি তোমার পায়ে ধ্বজ-বজাকুশ চিহ্ন। বল, তুমি কে?

উপেন্দ্র। তবে যা ভাব্ছো, আমি তাই।

অমুহূহাদ। [উল্লাস—উচ্চকণ্ঠে—উর্দ্ধদৃষ্টিতে] পিতা! পিতা!

উপেন্দ্র। কথাটা শুনেই অমন চমকে উঠলে কেন?

অমুহূহাদ। উদ্ভ্রান্তভাবে] ব'লে দিতে পার পিতা, একে নিয়ে আমি কি করি? না—তোমার সে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর আর আমার কানে পৌছবে না।

উপেন্দ্র। আমায় নিয়ে আবার করবে কি? আবার করবার আছে কি? কর্ণের তো এইখানেই শেষ!

অমুহূহাদ। ওঃ! [বুক চাপিয়া ধরিলেন] কেউ ব'লে দিতে পার, আমার এখানকার কর্তব্য? আমি হিরণ্যকশিপুর পুত্র—আমাতে যা সম্ভব নয়, আমি তাই হবো—তার দাস হবো? ওহে, তুমিই বল না! তুমিই বল না—তোমায় নিয়ে কি করি?

উপেন্দ্র। আমি বললে কথা শুনবে?

অমুহূহাদ। কেন শুনবো না? তবে নূতনত্ব থাকি চাই, যেমন নূতনত্ব দেখিয়েছিলে হিরণ্যাক্ষ বধে বরাহ হ'য়ে—হিরণ্যকশিপু হত্যায় নর-সিংহ হ'য়ে। বলতে পার? ওঃ—বুকটায় বুঝি বেদনা ধরলো! বল—বল, তোমায় নিয়ে কি করি?

উপেন্দ্র। আমায় বৃকে ক'রে জলে ঝাঁপাও।

অমুহূহাদ। জল শুকিয়ে যাবে।

উপেন্দ্র। আগুনে পড়।

অমুহূহাদ। আগুন জল হ'য়ে যাবে।

উপেন্দ্র। মরুকুমে চল।

অনুহাদ । মরুভূমে নদী বইবে;—তুমি মায়াবী ।

উপেন্দ্র । তবে আর কি করবে ?

অনুহাদ । [অস্থিরভাবে] তাই তো, কি করি ! ওঃ, ওরে—ওরে, আমায় কেউ অভিশাপ দেয় না ! অভিশাপে ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু হ'য়েছিল, আমায় কেউ অভিশাপ দিক্, যাতে আমার সর্বাঙ্গে সহস্র জিহ্বা হয়, আর আমি তোমার মুণ্ডটা কেটে ধড়টাকে শূন্যে ঝুলিয়ে দিই ; টস্-টস্ ক'রে রক্ত পড়ুক্, আর আমি চক্-চক্ ক'রে তাই পান করি ।

উপেন্দ্র । ভক্ত !

অনুহাদ । চূপ্ ! কে ভক্ত ? এখনি কেউ শুন্তে পাবে । হিরণ্যকশিপুর পুত্রের প্রতি ও ভাষা প্রয়োগে তাকে তর্সাক্য বলা হয়— তাতে কলঙ্ক দেওয়া হয় ।

উপেন্দ্র । আর কেন ? তোমার আশা তো পূর্ণ হয়েছে ; শান্ত হও—ক্রোধ সম্বরণ কর ।

অনুহাদ । ক্রোধ সম্বরণ ? পিতা ! এ বলে কি ? ওঃ—আমার বুকটা যে গেল ! করি কি ?

উপেন্দ্র । বল, তুমি কি চাও ? তোমায় উচ্চ গতি দান করছি— বৈকুণ্ঠে তোমার জন্ম পৃথক্ স্থান নির্দেশ ক'রে দিচ্ছি । নারায়ণ দেখতে তোমার চিরকালের সাধ ; এ বামন-মূর্তি ত্যাগ ক'রে তোমায় সেই ভুবনমোহন দিব্য মূর্তি দেখাচ্ছি ।

অনুহাদ । দিব্য মূর্তি ! ওরে না—আমি দিব্য মূর্তি দেখতে চাই না । হিরণ্যকশিপুর পুত্রকে দেখাতে হ'লে তাকে দেখাতে হবে, যে মূর্তিতে তার পিতার জীবনাস্ত, সেই নৃসিংহ-মূর্তি ; যে মূর্তিতে তার জ্যেষ্ঠতাত হিরণ্যাক্ষ পাতাল গর্তে লীন, সেই বরাহ-মূর্তি । পার—পার,

বামনাবতার

[তৃতীয় অঙ্ক ।

দেখাতে পার ? আমি প্রাণভরে দেখি । ও-হো-হো ; বুকটা যে যায় !
দেখাও—দেখাও, বেদনাটা সারে কি না দেখি !

উপেক্ষ । তোমার আশা অর্পণ রাখতে চাই না । ঐ দেখ অভিনব
সাধক ! আমার নৃসিংহ-মূর্তি, আর তারই কোলে নখাহত তোমার
পিতা ।

[শূন্যে নৃসিংহ-মূর্তির আবির্ভাব ।]

অনুহাদ । নারায়ণ ! [অস্ত্র উত্তত করিয়া আক্রমণ করিলেন, সহসা
বুকের বেদনার বুক চাপিয়া ধরিলেন ।]

উপেক্ষ । বুকের বেদনা সায়লো অনুহাদ ? এদিকে আবার দেখ
আমার বরাহ-মূর্তি ; তার পদতলে দস্ত-বিদারিত তোমার জ্যেষ্ঠতাত ।

[শূন্যে বরাহ-মূর্তির বিকাশ ।]

অনুহাদ । নারায়ণ—নারায়ণ ! [ছফার ছাড়িয়া অস্ত্র ধরিয়া লাফ
দিয়া উঠিলেন ।] ও-হো-হো, বুক গেল—বুক গেল ! নারায়ণ—নারায়ণ !
[উত্তেজনার আধিক্যে হৃদয়ের দুর্বলতায় রুদ্ধশ্বাসে উপেক্ষের পদতলে
পড়িয়া গেলেন ।]

উপেক্ষ । ভক্ত ! ভক্ত ! দানব-বীব ! [অনুহাদের ভুলুষ্ঠিত মস্তক
ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন ।]

যাও বে বীর সাধক !

বিষ্ণুলোকে বিষ্ণুদূত সহ ।

তোমার এ উগ্র তপ

টলায়েছে তথাকার স্থির যোগাসন ।

নারায়ণ ধ্যান জ্ঞান যাব,

যে ভাবেই হোক—

গতি তার চিদানন্দ ব্রহ্ম-নারায়ণ ।

গীতকণ্ঠে নারদের প্রবেশ ।

নারদ ।—

গীত

ইন্দ্রমুকুট-মণি রাজিত চরণং,

পূর্ণশশধর মুখছাতিম্,

পুণ্ডরীকাক্য মতি খর্ব্বতরং

বটু বেশধরং নমঃ বিশ্বপতিম্ ।

জগদ্রত্ন পালন নাশকরং,

কুল্লনৈব পুনস্তন্ন রূপধরং,

প্রিয়দৈবত সাধু জনৈক গতিম্,

বটু বেশধরং নমঃ বিশ্বপতিম্ ।

ছরি কুরু দুষ্কৃতি শোক তাপ পাশং,

হর কৃপয়া মম কুমতি কলাপং,

নাশ নিরঞ্জন ভব-ভীতিম্,

বটু বেশধরং নমঃ বিশ্বপতিম্ !

প্রণাম করিলেন ।]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পুষ্পের কক্ষ ।

[চতুর্দিকে বিবাহোপযোগী মালিক অলুষ্ঠানাঙ্গ সজ্জিত ।]

পুষ্প, লক্ষ্মী ও সখীগণের প্রবেশ ।

পুষ্প । ওগো পুতুল ! আজ তোমার বিয়ে ।

লক্ষ্মী । [মূহূহাস্তে] যে বিয়ে দেবে, আগে তার বিয়ে হোক ।

পুষ্প । এটা ভূমি অন্ডায় বললে ভাই ! যতদিন মেয়ে-ছেলের বিয়ে না হয়, ততদিনই তারা পুতুলের বিয়ে দেয় ; বিয়ে হ'লে আর কেউ পুতুলের বিয়ে দিতে যায় না, তখন অন্ড পুতুল নিয়ে মাতে । [সখীগণের প্রতি] ওগো, তোরা জিনিষ-পত্রের সব ঠিক গুছিয়ে নিয়েছিন্ তো ?

সখীগণ । হাঁ গো, হাঁ ! এখন বর এলেই হ'লো ।

গীত ।

পুষ্প ।—আজকে তোমার বিয়ে পুতুল, আজকে তোমার বিয়ে ।

পটলচেরা কাজল চোখে দেখেছো কি আর পুটপুটিয়ে ?

সখীগণ ।— ছান বিরহের বৈজ্ঞ মোরা ঘান দিয়ে ছোটিবো অর.

সকল যোগাড় হাতে হাতে যা দেবী আর আস্তে বর,

এস চড়াই রূপের দর; ঐ সোনার গায়ে হলুদ দিয়ে ।

লক্ষ্মী ।— তোদের রজ্জ দেখে অঙ্গ কাঁপে, বল ভাই, মোর কে হবে বর ?

পুষ্প ।— ভেবো না শশীমুখী, বর তোমার সেই নটবর ।

লক্ষ্মী ।— ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ ! লাজে ম'রে যাই,

পুষ্প ।— মুখে লাজ পেটে ক্ষিদে, এ কি গো বালাই ?

সখিগণ ।—এবার যুচবে তোমার পালাই পালাই, রোগের মত ওষুধ পিয়ে ।

দূরে নারায়ণ-মূর্তি মস্তকে বিরোচন আসিতেছিলেন ।

বিরোচন । বর যাচ্ছে—বর যাচ্ছে, তফাৎ—তফাৎ ।

পুষ্প । ও ভাই ! ও ভাই ! বর আসছে, উলু দে—শাঁক বাজা ।

[সখিগণ উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিল ।]

বিরোচনের প্রবেশ ।

বিরোচন । এই নে নাতনি ! তোদের বর এনেছি ।

পুষ্প । আমাদের নয় দাদামশায় ! আমাদের ক'নের ।

বিরোচন । ঐ ক'নেব হ'লেই তোদেরও হবে ; নে—এখন বর নামিয়ে নে ।

পুষ্প । দাঁড়ান দাদামশায় এইখানে ; আমরা বরণ ক'রে বর নামাই ।

গীত ।

পুষ্প ।— এস বিশ্বমোহন বর ।

সখিগণ ।—এস তৃষিত-চাতকীকুল কল্যাণ-জলধর স্তম্বর চারু মনোহর ।

পুষ্প ।—এস চন্দন-চর্চিত স্কোকোমল অঙ্গ,

সখিগণ ।—এস ধ্বজ-নীল আঁধি ঈষৎ হাসিতাধর, প্রবাহিত কল-কল রসের ভরস ;

পুষ্প ।—এস হে কামিনীকুল-আশা,

সখিগণ ।—এস হে ধরার ভালবাসা,

পুষ্প ।— এস তুমি চিত্তচোরা স্বধারস-সাগর নাগর নব মটবর,

সখিগণ ।—এস তুমি প্রাণবধু, তোমার পরশ-মধু, মধু হ'তে মধুতর ।

[সখিগণ বরণ করিয়া নারায়ণ-মূর্তি নামাইয়া লইল ।]

পুষ্প । এইবার দাদামশায় ! আপনি যেতে পারেন ।

বিরোচন । এ্যা ! বলিস্ কি ? কাজ মিটে গেল না কি ? যাবো-
কি ভাই, আমার সঙ্গে বরযাত্রী রয়েছে যে !

পুষ্প । বরযাত্রী ? কৈ, সে সব কথা তো থাকে নি দাদামশায় !

বিরোচন । তা ছিল না বটে ! কিন্তু নাত্নী, বিয়ে ব'লে কথা !
নিতান্ত পাঁচজন ভদ্রলোক না এলে কি ভাল দেখায় ? বেশী নয়
নাত্নী ! ভয় করিস্ নি, - গোনা পাঁচটি । দর্শন, শ্রবণ, নাসিকা,
জিহ্বা, ঘ্রক—এই পঞ্চ ভদ্র ; এরা আমার নেহাৎ আত্মীয়, আমার
স্বখে স্বখী, আমার দুঃখে দুঃখী, বিনা নিমন্ত্রণেও অভিমান নাই, আপনা
হ'তেই হাজির । অত্নের কথা যাই হোক্, এদের না নিয়ে কি আসতে
পারি ভাই ?

পুষ্প । তা এনেছেন যখন, তার আর কি হ'চ্ছে ! যান, তাদের
নিম্নে বাইরে বসুন ; এদিক্কার কাজ-কর্ম্ম আগে সারা হোক্ ! বিয়ের
সঙ্গে তো আর আপনার বরযাত্রীর কোন সম্বন্ধ নাই দাদামশায় ! - খাবার
সময় ডাকবো এখন ।

বিরোচন । তা—তা—তাই চল্লুম । তবে ঠিক্ সময়ে ডেকো-
বেন ! কাজের গোলমালে ভুলে যেয়ো না ।

[প্রস্থান ।

পুষ্প । নে গো, এইবার তোরা শুভদৃষ্টি করা ।

[সখিগণ শুভদৃষ্টির অনুষ্ঠান করিল ।]

১ম সখী । চাও গো চাও, ভাল ক'রে চার চোখে চাও ।

[উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি হইতেছিল, পরে আচ্ছাদন উন্মোচন

করিভেই নারায়ণের আবির্ভাব হইল ।]

[চতুর্থ অঙ্ক ।

বামনাবতার

২য় সখী । ও মা ! ও মা ! এ কি হ'লো ? পাষণ ফুড়ে যে
দ্বিব্যি কোমল সজীব বর বোরিয়ে পড়লো !

লক্ষ্মী । তোমাদের রাজকুমারীর মস্তের গুণে গো—মস্তের গুণে !

পুষ্প । আমার মস্তের গুণে নয় ক'নে, তোমার চাউনির গুণে । যা'
টানা চোখ তোমার ! ওতে শুকনো গাছে রস হয়, মরা বেঁচে ওঠে,
আর একটা পাষণ গালাই হবে না ?

বিরোচন । [নেপথ্যে] দেবী কত নাতনী ?

পুষ্প । সবুর করুন দাদামশায় ! এই তো সবে শুভদৃষ্টি হ'লো ;
এইবার সম্প্রদান ।

বিরোচন । তা হোক ; তবে তোমার শুভদৃষ্টিটাও যেন এদিকে থাকে ।

পুষ্প । [লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া]

আজি দিতেছি তোমারে বর আদরে মধুর দান,

ধর পুলকিত করে দেখি এক ছুটি প্রাণ ।

[নারায়ণের হস্তে সম্প্রদান করিল ।]

[সখীগণের উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি]

সখীগণ ।—

গীত ।

কোথা রতি তোর পতিকে ডাক্ এইবেলা দিক্ ধনুকে টান ।

গোলাপ শিশিরে ভরিয়া যাক্, ভয় কি এ নয় হরের ধান ॥

আয় নেমে আয় চাঁদের কিরণ, আয় কোকিলা আয় লো আয়,

ঘুরে মরিস্ আঁস্তাকুড়ে আমরণ তোর মলয় বার ;

আজকে তোদের নিমন্ত্রণ,

চোখের ক্ষিদে মেটাবি আয় নিয়ে মধু-জাগরণ ;

এমন নিশি আর হবে না, ভরিয়ে নে বার যতটা প্রাণ ॥

বিরোচন । [নেপথ্যে] নাতনী !

পুষ্প । আস্বেন না—আস্বেন ন দাদামশায় ! এইমাত্র বিয়ে সারা
হ'লো ।

বিরোচনের পুনঃ প্রবেশ ।

বিরোচন । তবে আবার কি ? [থম্কাইয়া দাঁড়াইল]

পুষ্প । বাঃ ! বাসর হবে না ?

বিরোচন । ও বাবা—এর পর বাসর, তারপর আমাদের ? তোদের
মতলবখানা কি, খোলসা বল দেখি ? শুভদৃষ্টি হ'লো, বিয়ে হ'লো,
এইবার বাসর হবে । নিজের কাজ-কর্মগুলি তো একে একে সব সেরে
নিলি, তারপর ঘরের দরোজা দিবি না তো ?

পুষ্প । ক্ষেপেছেন দাদামশায় ! তাই কখনও কোথায় হয়েছে ?

বিরোচন । না ভাই, আমার বরঘাত্রীরা আর মান্ছে না ।

পুষ্প । আচ্ছা পেটুক লোক নিয়ে এসেছেন যা হোক ! যাক—এতটা
হ'লো যখন, আর একটু সবুর কর্তে বনুন ।

বিরোচন । নে—তো'র হাতে পড়ে গেছি যখন ! তবে বাসরটা
আর তেমন ঘটাকরিস্ নি ভাই, একটু হাত চালিষে নিস্ ।

[প্রস্থান ।

পুষ্প । ওগো বর ! এইবার তোমার বাসর হবে । বাসরে কি
কর্তে হয় জান ?

নারায়ণ । কি ক'রে জান্গো ?

পুষ্প । জান না । তবে তুমিই শিখিয়ে দাও না গো ক'নে !

নারায়ণ । আমিই বা কি ক'রে জান্বো ?

পুষ্প । আর এত চালাকি কেন ভাই ! উনিও দ্বিতীয় পক্ষের

প্রথম দৃশ্য ।]

বামনাবতার

বর, তুমিও দোবরা ক'নে—কিছু জান না ? আ ম'রে যাই আর কি !
ওগো বর ! বাসরে গান কন্ডতে হয় ; একখানি গান কর, আমরা শুনি ।

নারায়ণ । এই কথা ? তাতে আর কি ! তবে কি না—নূতন স্থান,
নূতন লোক, প্রথম প্রথম একটু বাধে ; আগে তোমারই শুনি না !

পুষ্প । তা হ'লে হরে তো ? তাই হোক—তবু খানিকটা পুরানো
হও ।

গীত

আমি চাহিব না আর কারও আশা-পথ চেয়ে চেয়ে গেল দৃষ্টি ।

আমি সহিব না আর চাতকিনী হ'য়ে এত শত ঝড়-বৃষ্টি ॥

আমি মেঘপানে চাই, সে হানে বজ্র, একি কম কথা বঁধু হে,

যে বাঁধে পরাণে বিষের ছুরিকা, তারই তরে রাখি মধু হে ।

আমি আর তারে কভু চা'বো না,

সে থাকে শীর্ষে, পদধূলি হ'য়ে আমি তো তাহারে পাবো না ;

আর পিপাসা বাড়াতে সুরুতে যাবো না, সে তো ছলনার সৃষ্টি ।

আমি বুঝেছি প্রেমের মর্শ্ব,

দ্বিতে থাকি শুধু চাহিতে পাবো না, চাহিলেই গেল মর্শ্ব—

তবে রক্ত বিলায়ে ছুঃখিনীর মত কেন নিই ভিক্ষা-মুষ্টি ॥

নারায়ণ । [পুষ্পের হাত ধরিয়া আবৃত্তি ।

সখি ! কিসের এত অভিমান ?

প্রতি চাহনিতে প্রতি নিখাসে কেন ছাড় খর বাণ ?

আমি এত লঘু, তবু ডুবে যাই ঐ সরম সরল সঙ্গীতে,

আমি এত ভারী, তবু ভেসে যাই ঐ বিলোল তরল ইঙ্গিতে,

সখি ! পিয়ে ঐ প্রেমধারা, আমি হয়েছি পাগলপারা.

কি দিয়ে পুষ্প বাঁধিলে হৃদি এ, কোথা পেলো তার উপাদান ?

স্বামনাবতার

[চতুর্থ অঙ্ক ।

পুন্স। ও কি গো ক'নে ! তোমার মুখ শুকিয়ে গেল কেন তাই ? আমাদের পানে একদৃষ্টে চেয়ে ছল-ছল চোখে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে কেন তাই ? ও —বুঝেছি ! তোমার বর আজ আমার হয়েছে ব'লে ? না তাই ! সে জন্ত ভেবো না ; গায়ে পড়া হ'লেও আমি নেবো না । আমি নিতান্ত অভাগী হ'লেও পরের জিনিষ চুঁই না । এই নাও—তোমার রক্ত তুমি ধর, তোমার সখা—তুমি দেখ । [লক্ষ্মী নারায়ণকে একাসনে বসাইল ।] আমি ভোগ ক'রে সুখী নই, আমি সুখী—ভোগ করা দেখে ; আমি পুন্স—আমার সৃষ্টি কারও বুকে ওঠবার জন্ত নয়, আমার সৃষ্টি শুধু পায়ের তলার প'ড়ে থাকবার জন্ত ।

[নেপথ্যে বিরোচন]

বিরোচন । এইবার বোধ হয় পাতা হয়েছে ! কি বল্ নাত্‌নী ?

পুন্স । দেখুন দাদামশায় ! অত ব্যস্ত হ'লে কিন্তু এইবার ঝগড়া হবে ।

বিরোচনের প্রবেশ ।

বিরোচন । বা রে ! এইবার ঝগড়া করবার তাল পেয়েছিম্‌ বুঝি ? তা তুই যা করবি, কর্ নাত্‌নী ! আমি কিন্তু সে পথে যাবো না । আমার ক্রিদেয় পেট জ'লে যাচ্ছে, গেষ্টায় ছাতি ফাটছে ; ঝগড়া বাধলেও আমি তোর গায়ে গা দিয়ে ভাব রাখবো ।

পুন্স । আনুন দাদামশায় ! আর ঝগড়া-বিবাদে কাজ নেই, সব হয়েছে ।

বিরোচন । হয়েছে—হয়েছে ? কৈ—কৈ ?

পুন্স । এই যে দাদামশায় ! সব প্রস্তুত । [লক্ষ্মী নারায়ণকে দেখাইল ।]

প্রথম দৃশ্য ।]

বামনবতার

• বিরোচন । তাই তো বটে ! আহা-হা ! নির্ঝাক বিশ্বয়ে উভয়ের রূপ দেখিতে লাগিলেন ।]

পুষ্প । আর দাঁড়িয়ে ভাবছেন কি ? পাঁচ কুটুম্ব মিলে ভোজন করুন । নয়নকে দিন ঐ যুগল রূপে, শ্রবণকে দিন ঐ শ্রীচরণের সুপু-
ধ্বনির দিকে, নাসিকাকে দিন ঐ মন্দার গন্ধ আশ্রাণে, জিহ্বাকে দিন
ঐ নামামৃতের রসস্বাদানে, ত্বককে দিন ঐ পরম রজঃ সর্ষাদে লেপনে ।

বিরোচন । যাও ইন্দ্রিয়গণ ! যাও আত্মীয়গণ ! এমন ভোগ আর
পাবে না । ব'সে পড় আপন আপন নির্দিষ্ট আসনে । মিটিয়ে নাও—
মিটিয়ে নাও বিরোচন তোমার সারা জীবনের ক্ষুধা ; তোমার জন্ত প'ড়ে
রয়েছে ঐ কল্পতরুমূলে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ভুজ ফল । [লক্ষ্মী
নারায়ণের পদতলে প্রণাম করিলেন ।]

সখীগণ । —

গীত ।

একলা খেয়ে না গো দাদা; একলা খেয়ে না ।

প্রসাদ পাবার আশায় আছে নাত্নী ক'জনী ॥

তোমার হাঁ দেখে প্রাণ কাঁপছে দাদা—এ তো গিলে খাবার নয়.

শুকনো গলায় আট্কে গেলে হেঁচকী ওঠার ভয় :

চুষে খাও ব'সে ব'সে ভিজ্জবে গলা মি ষ্ট রসে;

কোকলা দাঁতে পাক্লে বেন ভুতি চুষে ম'রো না ॥

পুষ্প । কেমন হ'লো দাদামশায় ?

বিরোচন । আকর্ষ—আশাতীত আনন্দ-ভোজন ।

পুষ্প । তবে এইবার ভোজন-দক্ষিণা নিন্ নাত্নীর একটি সরস প্রণাম ।

[প্রণাম করিল]

বিরোচন । তোকে আশীর্বাদ করি নাত্নী ! তুই চিরদিন আই-
বুড়ো থাক । তোর এ প্রেম সছ করবে কে ?

পুষ্প। বেশ ; তবে দাদামশায় ! খাওয়া হ'লো, দক্ষিণাও পেলেব, এইবার পথ দেখুন।

বিরোচন। এই একেবারে বর ক'নে নিয়ে যাবো।

পুষ্প। বর ক'নে নিয়ে যাবেন কি রকম ?

বিরোচন। কি রকম নষ ?

পুষ্প। ও—আপনি বৃদ্ধি সেই মতলবে বিয়ে দিবেন ? তা হবে না দাদামশায় !

বিরোচন। কেন হবে না নাতনী ? বিয়ের পর বর ক'নে নিয়ে যাওয়ার রীতি নাই ?

পুষ্প। সে যেখানকার রীতি—সেখানকার রীতি ! আমাদের রাজ-পরিবারের রীতি কি ? আমাদের ঘরের ক'নে কখনও খুঁড়বাড়ী ঘাঘ না, বিয়ের পর বাজ-সংসার হ'তে তার পৃথক বন্দোবস্ত হয় ; আর যে লোক বিয়ে কবে, তাকে এইখানকারই বৃত্তিভোগী হ'য়ে থাকতে হয়।

বিরোচন। ও—ঠকালে তো !

পুষ্প। কি ভাবছেন দাদামশায় ? আমি অন্তায় বলছি ?

বিরোচন। দেখ পুষ্প ! তা হ'লে কিন্তু তাই এ বিয়ে মঞ্জুর নয় ; এ আমি সহ্য করতে পারবো না। বেশ, তুই ক'নে না পাঠাস, আমার বর আমার ফিরিয়ে দে।

পুষ্প। বেশ,—তা নিতে হয় নিন্। আপনি যে বর এনেছিলেন, তার বেশী তো আর দাবী করতে পারছেন না ! এই নিন আপনার সেই বর। [নারায়ণ-মূর্তি দিল] চ' গো চ', কনিষ্ঠতাতকে আমাদের বর ক'নে দেখিয়ে আসি গে চ'। .

[বিরোচন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিরোচন। [বিগ্রহের মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া ভাবিতে ভাবিতে] .

প্রথম দৃষ্ট ।]

বামনাবতার

তাই তো, একি হ'লো ? এ মূর্তি নিয়ে আর তৃপ্তি পাই না কেন ?
এর সে জ্যোতিঃ কৈ ?

বিশ্বাসের আবির্ভাব ।

বিশ্বাস । কি ভাব্ছো বিরোচন ? পুতুলের মুখের দিকে একদৃষ্টে
চেয়ে কি দেখ্ছো ভাই ? ওতে আর কিছুই নাই । পুতুলপূজা তার,
যে নিজের ভক্তি দিয়ে তাকে জাগিয়ে নিতে পারে ; নইলে যে পুতুল-
খেলা সেই পুতুলখেলা । তোমার পুতুলখেলার প্রয়োজন আজ শেষ
হয়েছে ; নিত্যরূপের আভাস যে আজ তুমি চোখে দেখেছ ভাই !

বিরোচন । [আবেগভরে] গুরু ! গুরু ! আমি হারিয়ে ফেলেছি—
হারিয়ে ফেলেছি !

বিশ্বাস । কি হারিয়েছ ভাই ?

বিরোচন । কি হারিয়েছি, তা বলতে পারছি না গুরু ! বুঝি সেই
নিত্যরূপ পুতুলের যা প্রাণ-শক্তি, তাই । না—না গুরু ! সে বে কি,
তা আমি জানি না ; সে অব্যক্ত—ভাষায় তার বর্ণনা নাই ।

বিশ্বাস । তা হারাও নাই বিরোচন ! তুমি তোমার যজ্ঞের ঘোড়া
হারিয়েছ ।

বিরোচন । যজ্ঞের ঘোড়া হারিয়েছি ?

বিশ্বাস । হাঁ, তোমার সেই মন-ঘোটক এখনও এই বিগ্রহের আসক্তি-
রাজ্যে ধরা রয়েছে ।

বিরোচন । একেও আসক্তি বল গুরু ?

বিশ্বাস । আসক্তি না হ'লে বিরক্তি আসে কোথা হ'তে ভাই ?
কাম না হ'লে কাম্মা এলো কেন ? বিরোচন ! যদিও এটা উচ্চ অঙ্গের
আসক্তি, তা হ'লেও আসক্তি—বন্ধন ; লোহার শৃঙ্খলে না হ'লেও

সোনার শৃঙ্খলে। মানি, এতে সুখ আছে ; কিন্তু এ হ'তেও অপার শান্তি সম্মুখে প'ড়ে রয়েছে।

বিরোচন। এ হ'তেও অপার শান্তি ?

বিশ্বাস। হাঁ বিরোচন ! ভক্তির ক্ষমতা এই পর্য্যন্ত। এইবার জানে ওঠ তাই ! বুঝতে পারবে, সে কি বলনাতীত আনন্দ !

বিরোচন। তার অহুষ্ঠান ?

বিশ্বাস। কিছু না, শুদ্ধ ধারণা কর—সর্ব্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম।

বিরোচন। তাতে কি হবে শুরু ?

বিশ্বাস। যা হারিয়েছ, তাই দেখতে পাবে। আর সে দেখায় এমন অন্তর্দান নাই, দেখবে চিরস্থির ; সে দেখায় আর বিরহ নাই, দেখবে মহামিলন ; সে দেখা এমন বিগ্রহের গণ্ডীর মধ্যে নয়, দেখবে সর্ব্বভূতে। শিশুর হাসিতে দেখবে সেই রূপ, কুলটার কটাক্ষে দেখবে সেই রূপ ; ধর্ম্মের পূজামন্দিরে দেখবে সেই রূপ, পাপের বীভৎস কুটীরে দেখবে সেই রূপ ; পর্ব্বতের উচ্চতায় দেখবে সেই রূপ, পরমাণুর তুচ্ছতায় দেখবে সেই রূপ ; তোমার সেই রূপ, আমার সেই রূপ, সমস্ত বিশ্ব জুড়ে সেই এক বিশ্বরূপ।

বিরোচন। তাই তো—তাই তো, এ আমি কি দেখছি ? কি আনন্দ—কি আনন্দ !

জ্ঞানের আবির্ভাব।

জ্ঞান। বিরোচন !

বিরোচন। কে—কে আপনি ?

বিশ্বাস। * চিন্তে পারছো না বিরোচন ? জ্ঞান তোমার সম্মুখে।

বিরোচন। শুরু ! শুরু !

প্রথম দৃশ্য ।]

বায়নাবতাস

[বিশ্বাস গাহিতে গাহিতে জ্ঞানের হাত বিরোচনের হাতে তুলিয়া দিল ।]

বিশ্বাস ।—

গাত ।

তবে নাচ রে ছুটি বাহ তুলে ।

উঠিবি আনন্দধামে অহমিকার বাধন খুলে ।

ছুটো না রে দিখিদিকে,

ভাব শুধু তুমি কে,

প'ড়ো না রে আর বিপাকে ভবের ভীষণ ঠিকে তুলে ।

আনন্দজানে চূপে চূপে:

জাগাও চিদানন্দরূপে.

ডোব ওঠ সেই মধু-কুপে নেশার ঝোঁকে তুলে তুলে ॥

[নৃত্যভঙ্গে সকলের প্রস্থান ।

তর্ক ও মীমাংসার আবির্ভাব ।

তর্ক । [বিরোচন মনে করিয়া সহসা মীমাংসাকে ধরিয়া] আর যাবে কোথা বিরোচন ? এই ধরেছি ।

মীমাংসা । আরে কাকে ধরেছ ? এ যে আমি !

তর্ক । এঁা ! তুমি ? [ছাড়িয়া দিয়া] তবে সে কৈ ?

মীমাংসা । সে অনেকক্ষণ চক্ষুদান দিয়েছে ।

তর্ক । চ'লে গেছে ? যাঃ ! আর একটু আগে আস্তে পান্নলে হ'তো ।

মীমাংসা । আগেই এস আর পরেই এস, আর তার নাগাল পাচ্ছ না ; সে আমাদের হাতছাড়া ।

তর্ক । হাতছাড়া ? তাই তো !

গীত

মীমাংসা।—

ঘরে চল বঁধু, ঘরে চল ।

মুখখানি অঁহা শুকিয়ে গেছে, চোখ ছুটি যে ছল-ছল ।

তর্ক।—

ছিঃ ছিঃ ছিঃ, হাসছো-কালামুখী,

হাতের মোয়া চিল্কে দিলে কর্তে গিয়ে লোকালুকি,

তাতে লাভটা হ'লো কি ?

মীমাংসা—আমি পরের তরে প্রাণটা রাখি, পরের বোঝা বইতে ভাল ।

তর্ক।—

বক্কারি তোমার সঙ্গে মেশা,

মীমাংসা।—

কেটেছে তো যুদ্ধ-নেশা,

তর্ক।—

মরবো যবে কাটবে তবে, এ যে মোর বাবাকৈলে পেশা ।

* মীমাংসা।—এ হাতে আর চলবে কি, তোমার মত আস্ত মেসী,

তর্ক।

পাক্তে কুমীর ঘরের ঢেকি আমি কি করবো বল ?

[নিষ্ক্রান্ত ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

যজ্ঞাগার ।

সম্মুখে প্রস্ফলিত যজ্ঞানল, চতুর্দিকে ঋত্বিক ও ব্রাহ্মণগণ,

একপার্শ্বে বেদীর উপরে শুক্রাচার্য্য, অন্যপার্শ্বে সিংহাসনে

বলি ও বিদ্যা, সিংহাসন সন্নিবন্ধে বাণ ও অন্যান্য

দৈত্যগণ যথাযথ স্থানে উপবিষ্টা ছিলেন ।

ঋত্বিকগণ। ওঁ স্বাহা ! [আহুতি দান করিতেছিলেন ।]

শুক্রাচার্য্য। এইবার পূর্ণাহুতি দিতে হবে । নারায়ণের ধ্যান কর
ঋত্বিকগণ !

দ্বিতীয় দৃশ্য ।]

বামনাবতার

ঋত্বিকগণ । [সম্বরে] ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণ
সরসিজাসন—

[নেপথ্য হইতে উপেক্ষের গান ভাসিয়া আসিল ।]

উপেক্ষ ।—

গীত ।

ভিক্ষাং দেহি, ভিক্ষাং দেহি,

ভিক্ষাং দেহি মে ভবান্

বলি ।

এ কি ! কোথা হ'তে আসে এই স্বর ?

'ভিক্ষা' 'ভিক্ষা' 'ভিক্ষা' রবে পূরিত গগণ ;

এখনো কি ধরণীর

মেটেনিকো ভিক্ষালাভ-আশা ?

শুক্লাচার্য্য ।

কিছু নয়—কিছু নয় বলি !

উদ্ভ্রান্ত মনের কল্পনা কেবল ।

কেবা আছে এই বিশ্বমাঝে,

তব দানে তৃপ্ত যেরা নয় ?

সাক্ষ তব দান-ব্রত,

দাও পূর্ণাহুতি এবে !

বল ঋত্বিকগণ ! ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা—

ঋত্বিকগণ

ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা—

[পুনঃ নেপথ্যের সঙ্গীত শোনা গেল ।]

উপেক্ষ ।—

পূর্ব গীতাংশ ।

ভিক্ষাং দেহি, ভিক্ষাং দেহি,

ভিক্ষাং দেহি মে ভবান্ ।

(৮৫)

বলি । গুরু ! গুরু ! কুম এ দাসেরে ;
দেখে আসি আমি,
কোথা হ'তে আসে এই স্বর ! [প্রস্থানোত্তত]

গীতকণ্ঠে উপেক্ষের প্রবেশ ।

উপেক্ষ ।—

পূর্ব গীতাংশ ।

কর সদগতি ধনের ধনবান,
ভিক্ষা দেহি, ভিক্ষা দেহি,
ভিক্ষা দেহি মে ভবান ।

বলি । কে ? কে আপনি ?

উপেক্ষ ।—

পূর্ব গীতাংশ ।

তব কৃপা আশে ভিক্ষাপাত্র বহি,
ভিক্ষা দেহি মে ভিক্ষা দেহি .

গুক্রাচার্য । বলি !

বলি । [ইঙ্গিতে গুক্রাচার্যকে নির্ঝাক্ হইতে মিনতি করিলেন ।]

উপেক্ষ ।—

পূর্ব গীতাংশ ।

তুমি দানবীর, আমি ব্রহ্মচারী,
তুমি ভাগ্যবান, আমি যে ভিখারী,
করণা-কটাক্কে, চাহ গো লক্ষ্যে,
পুরাণ কামনা কীর্তিবান ॥

গুক্রাচার্য । কে—কে তুমি অভূতপূর্ব শিশু ?

উপেন্দ্র । আমি প্রার্থী, কিন্তু এ আপনারা কি করছেন ? পূর্ণা-
হতির উদ্যোগ করছেন যে ! আচার্য্য হ'য়ে এমন অন্তায় ব্যবস্থা দিচ্ছেন
কেন ? *

শুক্ৰাচার্য্য । অন্তায় ব্যবস্থা শুক্ৰাচার্য্যের ? বালক ! এ বয়সে কতদূর
শাস্ত্র আলোচনা করেছ ?

উপেন্দ্র । শাস্ত্র বতদূর উঠতে পারে না, শাস্ত্রকারগণের স্মৃতি
বতদূর যায় না, ততদূর ।

শুক্ৰাচার্য্য । বেশ ; তবে বল, যজ্ঞশেষে পূর্ণাহতি দান—এ কোন্
শাস্ত্রবিরুদ্ধ ?

উপেন্দ্র । তৎপূর্বে আপনি বলুন, যজ্ঞ-কর্ম্ম বৈদিক কর্ম্ম কি না ?

শুক্ৰাচার্য্য । নিশ্চয় !

উপেন্দ্র । বৈদিক কর্ম্ম কাম্য কর্ম্ম ?

শুক্ৰাচার্য্য । তারপর ?

উপেন্দ্র । আপনি যে এই কাম্য-যজ্ঞে পূর্ণাহতি দিচ্ছেন, আপনার
শিষ্য যজ্ঞকর্ত্তাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছেন কি, তাঁর কামনা পূর্ণ
হয়েছে কি না ?

শুক্ৰাচার্য্য । অবশ্য ; জিজ্ঞাসা না করলেও আমি বার গুরু, তার
কোন কামনাই পূর্ণ হ'তে বাকি থাকে না ।

উপেন্দ্র । ও যাই বলুন, কামনা বলতে একটু না একটু থেকে যায়ই
যায় । কামনা শব্দের পর পূর্ণ শব্দ ব্যবহার চলে না ; সে চির-অপূর্ণা
—অসমাপিকা—অমরা । জিজ্ঞাসা করি, আপনি তো শিষ্যের কামনা
পূর্ণ করতে বসেছেন, কিন্তু ক্রিয়াবান জ্ঞানবৃদ্ধ আচার্য্যশ্রেষ্ঠ আপনি,
আপনার কামনা পূর্ণ হয়েছে ?

শুক্ৰাচার্য্য । [স্বগত] কে এ, শুক্ৰাচার্য্যকে নীরব করে—তাকে

শাস্ত্র, বুদ্ধি, তর্ক সব ভুলিয়ে দেয়—তার অন্তরের অন্তস্তম পর্যন্ত দৃষ্টি রাখে ?

উপেক্ষ । কি ভাবছেন—আমি কে ?

গুক্রাচার্য্য । এ কি অন্তর্যামী ?

উপেক্ষ । অহং বজ্রস্বরূপম্ ।

গুক্রাচার্য্য । তাই তো ! [চিন্তা কবিত্তে লাগিলেন ।]

বলি । হে বজ্রস্বরূপ বামনরূপী মহাপুরুষ ! আমার প্রণাম গ্রহণ করুন ।

উপেক্ষ । মঙ্গল হোক আপনার । গৃহাশ্রম যেমন সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ, অশ্বমেধ যেমন সকল ক্রতুর শ্রেষ্ঠ, আপনিও তদ্রূপ দানবসৃষ্টির সার ; আপনার বজ্রদর্শনে আমি ধন্ত ।

বলি । আমিও আপনার পদার্পণে জীবনে যেন কি এক চরম সাফল্য অন্বেষণ করছি । এমন রূপ আমি জীবনে দেখিনি, এ মূর্ত্তি জগতের কল্পনাভীত । কে আপনি মহাপুরুষ ? কোন্ পুণ্যফলে আমার দর্শন দিলেন ভগবান ?

উপেক্ষ । মহারাজ ! আমি ব্রাহ্মণ, ভিক্ষুক মাত্র । শুন্লাম, আপনি দানে সৃষ্টির সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছেন, তাই আপনাকে দেখবার বড় ইচ্ছা হলো । দেখতে হয় তো এইরূপ রাজেন্দ্রকে, আশ্রম নিতে হয় তো এইরূপ অনাথপালকের কাছে, ভিক্ষা গ্রহণ করতে হয় তো এইরূপ দানীর নিকট ।

বলি । ভিক্ষা ! আপনি আমার অকিঞ্চিৎকর ভিক্ষা গ্রহণ করবেন ?

উপেক্ষ । সেই মানসেই তো এসেছি ।

বলি । আঃ—ধন্ত আমি । বনুন আপনার অভিলষিত প্রার্থনা ?

উপেক্ষ । সাধু আপনি ! আমার অন্ত প্রার্থনা কিছুই নাই, রাজ-সকাশে একটু ভূমি প্রার্থনা করি মাত্র ; ভূমিদানই দানের শ্রেষ্ঠ !

দ্বিতীয় দৃশ্য ।]

বামনাবতার

বলি । আপনি সমাগরা পৃথিবী গ্রহণ করুন ।

উপেন্দ্র । পৃথিবী গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তো আমি আসি নি মহারাজ !

বলি । তবে স্থান নির্দেশ করুন ।

উপেন্দ্র । “পদানি ত্রীণি দৈতোল্ল মদ্বিতানি পদামহম্ ।” আমার পদের পরিমিত ত্রিপাদ ভূমি আমার দান করুন ; এইমাত্র আমার ভিক্ষা ।

বলি । ত্রিপাদ ভূমি ? আপনার পদের ? সে কি ? [চিন্তা]

শুক্লাচার্য্য । চিন্তা কর বলি, খুব স্থিরচিত্তে ; এই বিরাট ছলনায় তোমার সর্বস্ব যাবে ।

বলি । তা ব'লে আপনার শিষ্য মিথ্যাবাদী হবে গুরু ?

শুক্লাচার্য্য । সময়ে হ'তে হয় বলি ! মিথ্যারও একটা শৃঙ্খলা আছে, ক্ষেত্র-বিশেষে তারও প্রয়োগের কাল নির্দেশ আছে । এ তোমার জীবন-সঙ্কট কাল, এখানে সে ব্যবস্থা আছে । মিথ্যা দুষণীয় বটে, কিন্তু একেবারে পরিত্যক্ত নয় । দেহ মিথ্যা, তার এত বড় কেন ? জগৎ মিথ্যা, তার এত আদর কেন ?

বলি । মার্জনা করবেন গুরুদেব ! দেহ মিথ্যা হোক, জগৎ মিথ্যা হোক, ব্রহ্ম পর্য্যন্ত মিথ্যা হোক, বলির প্রতিশ্রুতি মিথ্যা হবার নয় । [উপেন্দ্রের প্রতি] আপনি এ কিরূপ আজ্ঞা করছেন প্রভু ? এরূপ আকারোচিত ক্ষুদ্র প্রার্থনা কেন ? ' এ সামান্ত দানে যে আমার তৃপ্তি হবে না ! আপনি অগ্র প্রার্থনা করুন ।

উপেন্দ্র । না মহারাজ ! আমি আমার গুরু অগ্নিহোত্রের নিমিত্ত মাত্র ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করি ।

বলি । তবে তাই হোক ।

গুরুাচার্য্য । বলি ! তোমার বুদ্ধিব্রংশ হয়েছে । এখনও তুমি এই বটুবেশধারী বালককে চিন্তে পারলে না ? তবে শোন বলি ! ইনি কে, জান ? দেবানাম্ কার্য্যসাধকঃ । যিনি তোমার প্রপিতামহগণকে সংহার ক'রে উদ্ধার করেছিলেন, সেই দৈত্যানিসূদন নারায়ণ তোমার সম্মুখে ।

বলি । গুরু ! আপনি যথার্থই গুরু । অথও মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং—আপনি আমায় তাঁকে চেনালেন, তাঁর পাদপদ্ম দর্শন করালেন ; তবে আর বাধা দিচ্ছেন কেন গুরু ? এমন দানের পাত্র আর পাবো কোথায় ? যার জন্ম যজ্ঞ, যার জন্ম ব্রত, তিনিই যখন সম্মুখে, তখন আর আমার যথা সর্ব্বস্যে কি আছে গুরু ?

গুরুাচার্য্য । গুরুবাক্য বার-বার অবহেলা ক'রো না বলি !

বলি । শিষ্যের অপরাধ নেবেন না গুরু ! বহুদিন হ'তে আমি এ ভিক্ষাদানে প্রতিশ্রুত আছি ; আজ আমার সুপ্রভাত ।

গুরুাচার্য্য । আমি তোমায় অভিশাপ দেবো গুরুদ্রোহী !

বলি । অভিশাপের ভয় করি না গুরুদেব ! মহতের অভিশাপ আশীর্ব্বাদ হ'তেও ফলদায়ক ।

গুরুাচার্য্য । শ্রীভ্রষ্ট হও দুরাঅন্ ! শ্রীভ্রষ্ট হও দুরাঅন্ ! শ্রীভ্রষ্ট হও দুরাঅন্ !

[ক্রোধভরে প্রস্থান ।

বলি । শিষ্যের সভক্তি প্রণাম গ্রহণ ক'রে যান গুরুদেব ! [গুরুাচার্য্যকে প্রণাম করিয়া উপেন্দ্রের প্রতি] গ্রহণ করুন ।

উপেন্দ্র । ভৃঙ্গারের জল নিয়ে মন্ত্রপুতঃ ক'রে আমার হাতে দান করুন, আমি স্বস্তি বাক্য ব'লে গ্রহণ করি ।

বলি । যথা আজ্ঞা । [সুবর্ণ কলসের জলে উপেন্দ্রের পদ প্রক্ষালন

দ্বিতীয় দৃষ্ট ।]

বামনাবতার

করাইয়া ভূঙ্গার হইতে জল লইতে চেষ্টা] এক ! ভূঙ্গার হাতে জল আসে
না কেন ?

উপেন্দ্র । কি হয়েছে ? [স্বগত] ও ! শুক্রাচার্য্য উপদেশ. ভয়-
প্রদর্শন, অভিশাপ, সকল প্রকারে অকৃতকার্য্য হ'য়ে শেষ মায়াজালে
স্বপ্নদেহে ভূঙ্গারের জলনির্গম পথ রোধ ক'রে ব'সে আছে । কি
প্রতিকূলতা ! [প্রকাশ্যে] মহারাজ ! ভাবছেন কি ? কোনো পুষ্প
বোধ হয় জলনির্গম পথ রোধ ক'রে আছে, এই কুশের দ্বাং তাকে
স্থানব্রষ্ট করুন । [কুশ লইয়া] বজ্র ! কুশের মধ্যে অধিষ্ঠিত হও ।

বলি । [কুশ লইয়া ভূঙ্গারের জলনির্গম পথে আঘাত করিতে
লাগিলেন ।]

শুক্রাচার্য্য । [নেপথ্যে] আহো হো, চক্ষু গেল—চক্ষু গেল—চক্ষু
গেল !

উপেন্দ্র । [স্বগত] ভোগ কর এক চক্ষু : দাতার দানে প্রতিবন্ধকতার
বিষময় পরিণাম । [প্রকাশ্যে] দিন্ মহারাজ !

বলি । গ্রহণ করুন দেব ! আমি এই জলগণ্ডুষের সহিত আপনাকে
ত্রিপাদ ভূমি দান করছি । [জলদান]

উপেন্দ্র । স্বাস্তি ! স্বাস্তি ! স্বাস্তি ! [জল গ্রহণপূর্ব্বক বিরাট মূর্ত্তিতে
প্রকাশ ।]

বলি । এ কি আশ্চর্য্য ! এ কি বিরাট মূর্ত্তি ! পদতলে রসাতল,
জজ্বাঘুগলে পর্ব্বত, উরুদ্বয়ে মরুদ্রণ, গুহে প্রজাপতি, জঘনস্থলে অসুর-
সৃষ্টি, নাভিস্থলে আকাশ, কুক্ষিদেশে সপ্ত সমুদ্র, বক্ষঃস্থলে নক্ষত্র, বাহু
চতুষ্টয়ে ইন্দ্রাদি দেবতা, মস্তকে স্বর্গ, কেশে মেঘ, বদনে অগ্নি, ছায়ায়
মৃত্যু, হাশ্বে মায়া, বুদ্ধিতে ব্রহ্মা. গাত্রে হাবর জন্ম ; এ কি অদ্ভুত
মূর্ত্তি ? এ যে বিশ্বরূপ !

উপেক্ষ । বলি ! দেখছো কি ? আমার ত্রিপাদ ভূমি দাও ! এই আমি এক পদে স্বর্গ, আর এক পদে পৃথিবী অবরোধ করলাম, আমার তৃতীয় পদের স্থান দাও ।

বলি । তাই তো ! এক পদে স্বর্গ, অন্য পদে পৃথিবী, বাকী মাত্র পাতাল ; তা হ'লে নিজের স্থান কোথায় ? কি করি ? এ কি ছলনা !

উপেক্ষ । দাও বলি ! তৃতীয় পদের স্থান ।

বলি । কোথা পাই স্থান তৃতীয় পদের ?

কি করি এখন ?

ভঙ্গ হ'লো জীবনের ব্রত,

টুটিল রে দানগর্ভ মোর !

উপেক্ষ । তবে ভোগ কর বন্ধন-দশা ; দানে প্রতিশ্রুত হ'বে প্রত্যাখান করার এই প্রতিফল !

[গরুড় আসিয়া বলিকে নাগপাশে আবদ্ধ করিল ।]

জ্ঞান, কৰ্ম্ম, ভক্তিবেষ্টিত বিরোচন, সঙ্গে

সঙ্গে বিশ্বাসের আবির্ভাব ।

বিশ্বাস । দেখ বিরোচন ! বলির দানের পরিণাম ।

বিরোচন । এ কি গুরু ! দানের পরিণাম বন্ধন ?

বিশ্বাস । হাঁ, ও দানের পরিণাম ঐ ; ও দান আসক্তিময়, তাই ঐ দশা । দেখছো, ভগবান ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা ক'রে এক পদে স্বর্গ, অন্য পদে মর্ত্য অবরোধ করেছেন । তৃতীয় পদের স্থান বলির নাই, তাই এই বন্ধন-দশা—দান-দর্প চূর্ণ । বিরোচন ! এইবার তোমার পালা ! দেখতে পাচ্ছ, তোমারও হৃদয়মধ্যে এক অদ্ভুত বিরাট মূর্তি ঝাঁড়িয়ে ?

দ্বিতীয় দৃশ্য ।]

বামনারতার

বিরোচন । সে তো অনেকদিন হ'তে দেখে আসছি গুরু ! তার জ্যোতিঃতে যে আমার ছেয়ে রেখেছে ।

বিশ্বাস । আজ তোমারও দান-ব্রতের পরীক্ষা । আজ এ মূর্তি প্রসারিত হস্ত ; তোমার কাছে কি ভিক্ষা করছে দেখ :

বিরোচন । কি ভিক্ষা ?

বিশ্বাস । ঐ ত্রিপাদ ভূমি ।

বিরোচন । আমি দেবো গুরু ! বল দিতে পারে নাই, কিন্তু আমি দেবো । আমি আজ আমার দান-যজ্ঞ পূর্ণ করবো—আসক্তির সমাপ্তি করবো—বিরাটকে বিরাটের মতই দান দেবো ।

বিশ্বাস । দাও তবে ত্রিপাদ ভূমি !

বিরোচন । দেখ গুরু আমার ত্রিপাদ ভূমিদান । এক পদে যাও তুমি কৰ্ম, এক পদে যাও তুমি ভক্তি, এক পদে যাও তুমি জ্ঞান !

[কৰ্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই বিরোচনের অস্ত্র দিকে প্রস্থান ।

বিশ্বাস । তুমি মুক্ত । যাও বিরোচন । আজ তুমি বহু উর্দ্ধে, আমি তোমার বহু নিম্নে ; আর তো আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারবো না ভাই ! আমারও কৰ্ম এই পর্য্যন্ত ।

[প্রস্থান ।]

উপেন্দ্র । দানের সাধ মিটলো বলি ? এখনও প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার কর, বল—ভিক্ষাদানে তুমি অসমর্থ ; আমি তোমায় দয়া করছি ।

বিদ্ব্যা । রসনা সংযত কর ভিখারী ।

উপেন্দ্র । মহারানী—

বিদ্ব্যা । তুমি কাকে দয়া করবে বলছো, জান ? যার দ্বারে তুমি ভিখারী—দয়ার প্রার্থী ।

উপেন্দ্র । এখনও তোমাদের গর্বি ?

বিষ্ণু। গর্ভ খর্ব করেছ কোন্‌খানটাঘ ?

উপেন্দ্র। দাও স্থান তৃতীয় পদের ।

বিষ্ণু। তোমার তৃতীয় পদ কৈ যে স্থান চাও ?

উপেন্দ্র। এই দেখ আমার তৃতীয় পদ । [নাভিদেশ হঠতে তৃতীয় পদ প্রদর্শন] স্থান দাও বিদুষী মহারানী !

বিষ্ণু। অবশ্য দেবো ।

বলি। বিষ্ণু—

বিষ্ণু। নির্ভয় স্বামী ! চিন্তা কিসের ? অতি সুন্দর স্থান তোমার অবিকারে রয়েছে । সৃষ্টির মধ্যে স্বর্গ যেমন শ্রেষ্ঠ, এ দেহসৃষ্টির মধ্যে মস্তকও তেমনি উচ্চ । দাও স্বামী ঐ স্থান, ভিক্ষুকের ছলনা-জাল ছিন্ন হ'য়ে পড়ুক, আমাদের গুপ্ত অহমিকার শেষ হ'য়ে থাকুক, সকল বন্ধন চিরদিনের মত খ'সে পড়ুক । দাও স্বামী, ও'র যেমন নূতন চরণ, আমাদেরও তেমনি নূতন স্থান ।

বলি। বিষ্ণু ! তুমি প্রাণদায়িকা, তুমি বিপদে মন্ত্রিণী, তুমিই যথার্থ সহধর্মিণী । গ্রহণ কর নারায়ণ তৃতীয় পদের স্থান, উদ্‌ঘাপন ক'রে দাও ব্রতরূপী বলির দান, ছেদন কর কলুষহারী কর্মে'র বন্ধন ।
[পদতলে মস্তক দান]

লক্ষ্মীর প্রবেশ ।

লক্ষ্মী। এইবার তা হ'লে আবার বলির বন্ধন মোচন কর যুক্তিময় !

উপেন্দ্র। তোমাদের দানে আমি চমৎকৃত মহারানী ! তবে—

লক্ষ্মী। এখনও তবে ? এখনও তোমার ছলনার অন্ত হয় নাই ?
এখনও কি বলি বিষ্ণু দান-ব্রতে কৃতকার্য্য নয় ?

উপেন্দ্র। কৃতকার্য্য ; তবে দান করলেই যে তার দক্ষিণা চাই

দ্বিতীয় দৃশ্য ।]

বামনাবতার

লক্ষ্মী, নতুবা সে দান অসিদ্ধ । দাও মহারাণী, দানের যোগ্য দক্ষিণা !
বুঝতে পারছোঁ তো—তোমরা আমায় যথাসর্বস্ব দান করেছ, রাজ-
ভাণ্ডার, ধন, অর্থ, সব আমার অধিকারে ; এখন কি দক্ষিণা দেবে,
দাও !

গীতকণ্ঠে পুষ্পের প্রবেশ ।

পুষ্প ।—

গীত ।

তুমি দক্ষিণা নাও আমারে ।

আর তো দেবার কিছু ন'হ, শুধু আমি আছি আমার ভাণ্ডারে ॥

হ'লো যদি আজ দানের শেষ, দাসী কর মোরে চরণের,

পুষ্প ব্যতীত কি আছে যোগ্য দক্ষিণা আর এ দানের,

লহ এ অর্ঘ্য ভকতিসিক্ত, আর কেন ভ্রাসি পাথারে ॥

উপেক্ষ । মুক্তিমতী ভক্তি তুমি রাজকুমারী ! তোমার স্থান এখানে
নয়, তুমি গোপিনীভাবে গোলোকে বিহার কর । বলি । তুমি যুক্ত ।
যাও রাজা ! স্বর্গ, মর্ত্য আমায় দান করেছ, আর এখানে তোমার বাস
করা অসঙ্গত । এ রাজ্যে আমি তোমার পুত্র বাণকে অভিষিক্ত করলাম ;
তুমি সহধর্মিণীর সঙ্গে রসাতলে রাজ্য স্থাপন কর ।

বলি । আবার রাজ্য ? আবার আসক্তি ? আবার বন্ধন ?

উপেক্ষ । ক্ষতি কি ? বন্ধন তোমার নয় বলি, এ সংঘর্ষে আমাকেই
তোমার মস্তকে পদ দিয়ে এইভাবে আগ্রলম্ব আবদ্ধ থাকতে হবে ;
বন্ধন আমারই । আর তোমার মধ্যে আসক্তি প্রবেশ করতে পারবে
না ; আমরা লক্ষ্মী-নারায়ণ চিরদিন তোমার সে দ্বারে দ্বারী হ'য়ে
থাকবো ।

বামনাবতার

[চতুর্থ অঙ্ক ।

গীতকণ্ঠে নারদের প্রবেশ ।

নাবদ ।—

গীত

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমন্তুত বামন ।

পদ নথ নীর-জনিত জন পাবন ॥

মহুর মন্দ-মরাল গতিম্ ।

বট্বেশধরং নমঃ বিশ্বপতিম্ ॥

স্ববনিকা ।

প্রিন্টার—শ্রীমুগেন্দ্রনাথ কুমার, উমারশঙ্কর প্রেস, ১২, গৌরমোহন
মুখার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

